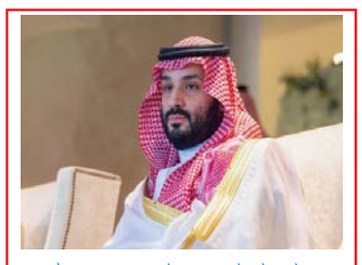

খুন হওয়ার আশঙ্কায় সৌদি ক্রাউন প্রিন্স

সারে-জমিন

গুলি করে খুন সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

রূপসী বাংলা

হাসিনার পতনে 'বিদেশি হাত' তত্ত্ব ও দিল্লির ভূমিকা

সম্পাদকীয়

জেলায় জেলায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

আজাদি

২০৩৬-এর অলিম্পিক আয়োজন চায় ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৭ আগস্ট, ২০২৪
১ ভাদ্র ১৪৩১
১১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 222 ■ Daily APONZONE ■ 17 August 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করল

আপনজন ডেস্ক: ৩১ বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সন্দীপঘোষকে তাঁর এলাকার রাস্তা থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যান সিবিআই আধিকারিকরা। হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সঞ্জীব বশিষ্ঠ এবং বক্ষব্যাধি বিভাগের প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকেও শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সন্দীপ ঘোষকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। গত রাতে তাকে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি আবার এড়িয়ে যান এবং তার আইনি পরামর্শদাতার মাধ্যমে সুরক্ষা চেয়ে হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন, দাবি করেন যে তার জীবন হুমকির মুখে। সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী যখন আদালতকে জানান, তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানোর আশঙ্কা রয়েছে, তখন আদালত জবাব দেয়, ওকে বাড়িতে বিশ্রামে থাকতে দিন। রাজ্য সরকার আপনার করায়ত্তে, তারা আপনাদের ৪-৫০০ পুলিশ দেবে। অথবা আপনারা আবেদন করুন, আমরা আপনাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী দেব। সন্দীপ ঘোষ অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর রাজ্য সরকার তাকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে। ওই দিনই প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সন্দীপ ঘোষকে ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

আরজি কর-কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে পথে মুখ্যমন্ত্রী

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার পথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে ছিলেন দলের মহিলা বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রীরা। সাংসদ শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া এবং মন্ত্রী শশী পাঁজাদের সাঙ্গ করে মমতা বলেন, দোষীদের ফাঁসি চাই। রাম-বামের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। কুৎসাকারীদের ব্যর্থ করুন। বাংলা মাকে অসম্মানের জবাব দাও বিজেপি। তৃণমূল নেত্রী বলেন, এটা তাঁর দলের সিদ্ধান্ত যে, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। আমি নির্দেশ দিইনি বলে দলের কেউ মুখে খোলেননি। কুৎসা করে গিয়েছে। আজ দেখলেন, কী হল? তিনি এ-ও দাবি তোলেন, রবিবারের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদের জেরে পুলিশের উপর হামলা নিয়ে মমতা বলেন, 'সারা রাত ঘুমাইনি। জেগে ছিলাম, কখন শাস্তি ফিরে আসবে। তদন্ত প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আমি চাই না কুৎসা করতে। সিবিআই তদন্ত করছে। বিচারাধীন। আইন হাতে নেবেন না। বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ''অপপ্রচার করেছেন আপনারা। বিজেপি নেতা কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে কুকথা বলেছেন। বিজেপির হাতের তামাক খাচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএম। বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, 'এ সব করে আজ আপনারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর একটা পা নীতীশের উপর, চন্দ্রবাবুর উপরে। দেশে একটাও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করেননি। আমি নিজেকে মহিলা মনে করি না। আমার কাছে ভাই, বোন, হিন্দু, শিখ, সকলে সমান। আমরা চরিত্র হনন করে, কুৎসা করে খাই না।

আরজিকর কান্ডের আন্দোলনের মাঝে হাসপাতাল ভাঙচুর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজনীতির নাম করে বাংলায় আগুন লাগালেন। স্ক্যান ভেঙে দিয়ে এলেন। একটা হাসপাতাল তৈরি করতে গেলে কত জিনিস নিতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত টাকার জিনিস নষ্ট হয়েছে। বলল, বলতে পারছি না। ৫০ কোটি টাকার বেশি হতে পারে। ১০০ কোটি টাকাও হতে পারে। দেবেন টাকাটা বিজেপি এবং সিপিএম? সেই প্রশ্ন তোলেন মমতা। মমতা অবশ্য এদিন চিৎসকদের প্রশংসা বলেন, চিকিৎসকেরা খুব ভাল কাজ করেন। ডাক্তারদেরও অনেক কষ্ট করে কাজ করতে হয়। পুলিশের মতো। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, এটা নিয়ে রাজনীতি করতে নামল বলে আমাদের নামতে হল। আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম, মৃত্যু হবে।

রাজ্য সরকার যে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল সেকথা তুলে ধরেন তার বক্তব্যে।

মমতা বলেন, 'আমাদের মহিলা কমিশন আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম নিহতের বাবা-মাকে, আমরা দোষীদের শাস্তি দেব। রবিবার পর্যন্ত সময় দিন। নয়তো সিবিআইকে দিয়ে দেব। সিপিএম, বিজেপি, আপনারা অপেক্ষা করতে পারতেন! পরিবারকে দোষ দিই না। আপনারা সময় দিলেন না। ১৬৪ জনের দল তৈরি করা হয়েছিল গত এক মাসের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য। অনেককে ডাকা হয়েছিল। সময় দিলেন না। হাসপাতালের এভিডেন্স নিতে সময় লেগেছে। এই প্রক্রিয়া বাইরে বলা যায় না। দোষী নিজের মতো ব্যবস্থা নিতে পারে। সাবধান হতে পারে। পুলিশ আমায় সব দেখিয়েছে। আপনারা রাজনীতি করলেন। আমি এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। আপনাদের তর সইল না।'

সিপিএম, বিজেপির বিরুদ্ধে আরজি করে ভাঙচুরের অভিযোগ করেছেন মমতা।

তিনি বলেন, আমি জানি, সিপিএম, বিজেপি আরজি করে ভাঙচুর করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানাই। মা-বোনদের। নিশ্চয়ই তাঁরা ঠিক কাজ করেছেন বলে মনে হয়। রাত ১২টার পরে ডিওয়াইএফআই নিয়েছে দলের পতাকা, বিজেপি নিয়েছে জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকা রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। এই পতাকা নিয়ে গুন্ডাগিরি করা যায় না। এটা বন্ধ করা উচিত।

মমতা এ প্রসঙ্গে আরও জানান, ছাত্রছাত্রীদের সব দাবি মানা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড গিয়েছে, ভিডিয়োগ্রাফি করে ময়নাতদন্ত হয়েছে। ফরেন্সিক পরীক্ষা হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে।

প্রথম দিন থেকে বলছি, দোষীদের শাস্তি চাই। এই ঘটনাকে সমর্থন করি না। ফাঁসি হোক। রাজ্য সরকার ফাঁসির পক্ষে।

তিন দফায় বিধানসভা ভোট কাশ্মীরে, এক দফায় ভোট হরিয়ানায়

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) শুক্রবার হরিয়ানা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের (জে ও কে) বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এবং রাজ্যের মর্যাদা বাতিল হওয়ার পরে এটি প্রথম নির্বাচন।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার ঘোষণা করেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের ৯০ টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ তিন দফায় অনুষ্ঠিত হবে: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। আর হরিয়ানার ৯০টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হবে ১ অক্টোবর। উভয় নির্বাচনের ভোট গণনা ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের সময়সীমার পরে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জম্মু ও কাশ্মীরের ৯০টি আসনে ৪২.৬ লক্ষ মহিলাসহ ৮৭.০৯ লক্ষ ভোটার রয়েছে; আর ১১ হাজার ৮৩৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কুমার।

সিইসি আরও ঘোষণা করেন, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ভোটার তালিকা যথাক্রমে ২০ এবং ২৭ আগস্ট চূড়ান্ত করা হবে। তিনি বলেন, আমরা সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেদেখেছি। তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চেয়েছিলেন। জনগণ চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে নির্বাচন সম্পন্ন হোক।

উপেক্ষিত হাইকোর্টের নির্দেশ! কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওবিসি সংরক্ষণ ভঙ্গের অভিযোগ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণ নীতি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। পিএইচডি-তে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ওবিসি সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ বিধিতে কোন প্রভাব পড়ার কথা নয় তবুও জেনারেলসহ অন্যান্যদের মেধা তালিকা প্রকাশিত হলেও ওবিসিদের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বলে শিক্ষার্থীদের তরফে অভিযোগ উঠছে।

জানা গিয়েছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি তে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল চলতি বছরের ১২ই মে। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৪ই মে থেকে, শেষ হয় ১৯শে মে। যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ২১শে মে। ইন্টারভিউ শেষ করা নির্দেশ দেওয়া হয় ২৮শে মে এর মধ্যে। চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের তারিখ ছিল ৩০শে মে। পাশাপাশি সফলদের ভর্তির তারিখ ৩০শে মে থেকে ৩১শে মে'র মধ্যে সম্পন্ন করার কথা বলা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

জানা যায় বেশ কয়েকটি বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া কিছুটা দেরিতেও সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য পিএইচডি তে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ১০ দিন পর ২২শে মে ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হয়। যে রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হলেও এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বা চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কোনও প্রভাব ফেলবে না।

এ বিষয়ে এক বঞ্চিত আবেদনকারীদের কথায়, কোর্টের রায় অনুযায়ী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসিদের কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে কেন বা কি কারণে ওবিসিদের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হল না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে ওবিসি শংসাপত্র থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা। এক আবেদনকারী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে নিয়ম অনুযায়ী ওবিসিদের সংরক্ষণের কথা উল্লেখ ছিল এবং ওবিসি দের জন্য আবেদন ফিতেও ছাড় ছিল। তবুও এখন বঞ্চিত করা হয়েছে।

ওবিসি-এ শংসাপত্রধারী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, প্রত্যেকটি বিভাগে জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি-বি ক্যাটাগরিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ওবিসি-এদের ক্ষেত্রে ভক্তি তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মেধা তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি। জানা গিয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির জন্য ওবিসি-এ'দের মেধা তালিকা প্রকাশ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি পিএইচডি'র জন্য ওবিসি-এ'দের শূন্য পদ সম্বলিত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন পদক্ষেপের পেছনে কি কারণ রয়েছে তা জানতে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোনে তাকে পাওয়া যায়নি।

লোকসভা ভোটের প্রচারে মোদির ১১০টি 'বিদ্বেষ ভাষণ' ছিল, রিপোর্ট হিউম্যান রাইটস ওয়াচের

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৬৩ শতাংশ ভাষণ ছিল মুসলিম বিদ্বেষে ভরা। গত ১৬ মার্চ নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদির দেওয়া ১৭৩টি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। আমেরিকা ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ১৭৩টির মধ্যে ১১০টি (৬৩ শতাংশ) ভাষণে মোদি 'ইসলামভীতি' নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আর তিনি এই কাজ করেছেন সম্ভবত রাজনৈতিক বিরোধিতাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ১৪ আগস্ট প্রকাশিত এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে বলা হয়, মোদি এমন কথা বলেছেন, যা শুনে মনে হয়, একমাত্র মুসলমান সমাজই আগামী দিনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা, প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য, শত্রুতা ও হিংসাকে উসকে দেওয়া হয়েছে।

▶ *বিস্তারিত চারের পাতায়*

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the Society

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

Offline ৩১ অগাস্ট ২০২৪ Online ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রবেশিকা পরীক্ষা: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার।

For Application Form

website: www.alameenmission.org

নিট (ইউজি) মেডিকেল ২০২৪

বছর	৭০০ নম্বর এবং তার ওপর	৬৮০ নম্বর এবং তার ওপর	৬৫০ নম্বর এবং তার ওপর	৬৩০ নম্বর এবং তার ওপর	৬২০ নম্বর এবং তার ওপর	৬০০ নম্বর এবং তার ওপর
২০২৪	৯	৪৯	২০০	৩৭৯	৪৭৯	৭১১

উচ্চ-মাধ্যমিক: প্রথম দশে ২ কুড়ির মধ্যে ২১

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%
২০২৪	২১৬৪	৩৫৭	৯৮৩	১৫৬৩	১৯১৯	২০৮৬	২১৫৮

মাধ্যমিক: কুড়ির মধ্যে ১৪

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%
২০২৪	২১৬৬	৪৭৩	৯৮৫	১৪২১	১৭০৯	১৮৯৫	২০৯৯

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯ ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org

প্রথম নজর

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্বাধীনতা দিবসে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার, পোস্টারে রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ফের লড়াইয়ে নামার ইঙ্গিত।

স্বাধীনতা দিবসে ফের বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে মিলল মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার। আজ সকালে বাঁকুড়ার রাইপুর থানার মটগোদা ও ফুলকুসমা এলাকার একাধিক জায়গায় সাদা কাগজে লাল কালীতে লেখা এই পোস্টারগুলি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পোস্টারে রাজ্য জুড়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ফের লড়াইয়ে নামার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পোস্টারে সিপি আই মাওবাদী নামোল্লেখ রয়েছে। পোস্টারে হাতের লেখা সুন্দর হলেও বেশ কয়েকটি বানান ভুল রয়েছে। এমনকি সংগঠনের নামের ক্ষেত্রেও রয়েছে বানান ভুল। এদিন উদ্ধার হওয়ায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টারগুলির সঙ্গে মাওবাদীদের প্রকৃত কোনো যোগ নেই বলেই অনুমান পুলিশের। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বলেন বাঁকুড়া জেলায় ওই সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় কোনো দুস্কৃতি শুধুমাত্র মিডিয়ার নজর টানতে স্বাধীনতা দিবসের দিন এই পোস্টার দিয়ে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত করে দোষীকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার।

আল আমীন মিশন-এ স্বাধীনতা দিবস

আপনজন: আল আমীন মিশন ট্রাস্টের সেন্ট্রাল অফিস নিউটাউনে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস-এর পতাকা উত্তোলন করছেন আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

(বাঁদিকে) আপনজন: আল আমীন মিশনের মূল শাখা হাওড়ার খলতপুরে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস-এর পতাকা উত্তোলন করছেন আল আমীন মিশনের সুপার সেখ মারুফ আজম।

শাহ রশীদ আলী-এর বার্ষিক উরস পালিত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার 'বড় হুযুর পাক' - নামে খ্যাত মহান সুফি সাধক হযরত সৈয়দ শাহ রশীদ আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ.) পাকের তৃতীয় বার্ষিক উরস পালিত হচ্ছে মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে তাঁর মাযার শরীফে ও পার্শ্ববর্তী দায়রা পাকে। তিনি 'বড় পীর সাহেব' হযরত আব্দুল কাদির জিলানী(রহ.)এর ২২ তম বংশধর।

বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩০শে শ্রাবণ ১৪২৮ তাঁর 'বেসালে হক'(দেহান্তর) হয়েছিল কলকাতার ৪ নং হাজী মুহাম্মদ মহসিন স্কোয়ারের দরবার পাকে। তাঁর মাযার শরীফ নির্মিত হয়েছে মেদিনীপুরে জোড়া মসজিদে তাঁদের পারিবারিক মাযার শরীফ প্রাঙ্গণে। তাঁর বর্তমান স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদী-র পরিচালনায় এই উরস পালিত হচ্ছে।'বড় হুযুর পাকের' ভক্ত ও শিষ্য সারা বিশ্বেই রয়েছেন। তাঁর প্রপিতামহ 'মওলা পাক' এর ৪ ই ফাল্গুনের উরসে একটি স্পেশ্যাল ট্রেন প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মেদিনীপুরে আসে যা দুই দেশের শান্তি ও সম্প্রীতিকে তুলে ধরে।'বড় হুযুর পাক' এর এই উরসেও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের ঢল নেমেছে।

মেদিনীপুর ছাড়াও বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হযরত রওশনগঞ্জে এবং ভারত ও বাংলাদেশের সমস্ত কাদেরিয়া খানকাশরীফ ও মসজিদে এই উরস পাক যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভাঙন দুর্গতে এলাকায় ত্রাণ বিলি জামাতের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত শিবপুর গঙ্গা ভাঙন এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াল সামাজিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। বৃহস্পতিবার শিবপুর গঙ্গা ভাঙন এলাকার প্রায় ৭০ টি পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সামশেরগঞ্জ ব্লক জামায়াতে ইসলামী হিন্দের পক্ষ শিবপুর গঙ্গা ভাঙন এলাকার মানুষদের খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। এই ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের সামশেরগঞ্জ ব্লক সভাপতি শিক্ষক ওয়াকিল আহমেদ, বাসুদেবপুর এরিয়ার সভাপতি শিক্ষক আব্দুল লতিফ সহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ।

হাওড়ায় প্রভাব পড়ল না বনধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার এর ডাকে ১২ ঘন্টার ধর্মঘটেহাওড়া শহরে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। ট্রেন চলাচল এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। খোলা রয়েছে বাজার, দোকানপাট। এদিন সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে বি.গার্ডেনের মেন গেটের সামনে প্রচার হয়। প্রচার হয় জয়হিন্দ বাজারেও। ধর্মঘটের সমর্থনে হাওড়ার বেলুড় স্টেশন রোডে এসইউসিআই এর মিছিল হয়।

মহসমারোহে স্বাধীনতা দিবস খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সমগ্র দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস।

সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ব্লক,থানা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে ক্লাব সংগঠন সমূহ নানান কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালনের খবর পাওয়া যায়। এদিন খয়রাশোল ব্লক চত্বর অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিডিও ড. সৌমেন্দু গাঙ্গুলী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর। খয়রাশোল থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ওসি সেখ কাবুল আলী। অন্যদিকে লোকপুর থানায় পতাকা উত্তোলন করেন ওসি পার্থ ঘোষ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তি এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন খয়রাশোল থানার ও সি সেখ কাবুল আলি। তাছাড়াও ছিলেন সমাজসেবী মাধব চন্দ্র লাহা,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবল চন্দ্র মন্ডল,লোকশিল্পী নারায়ন কর্মকার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী সত্যশিবানন্দজী মহারাজ,ব্রহ্মচারী অমৃত চৈতন্য মহাদেবানন্দ, সমাজসেবী সুকুমার মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য দুবরাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত ডাঃ সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন ও উনাদের সঙ্গে ছিলেন।আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে একান্ত সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বিবরণ দেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী সত্যশিবানন্দজী মহারাজ।

বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন:বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই (উঃমা)মাদ্রাসায় উদযাপিত হল ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। এদিন সকালে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

তারপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম সাহেব।

উপস্থিত জনতা ও ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মিরাজুল বাবু তিনি বলেন "আজ আমরা আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কে স্বাধীন দেশ পেয়েছি" তার পিছনে ভারতের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবদান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন এই দেশ আমার আপনার আপামর দেশবাসীর তাই এদেশকে কোনভাবেই কোনরকম ভাবে অপশক্তিকে মাথা ছাড়া দিতে দেওয়া হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে তাদেরকে জানতে হবে তাদের স্বাধীনতা কি?দেশপ্রেম কি? দেশকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে দেশের প্রতি তার কর্তব্য কি? তিনি আরো বলেন তোমাদের দ্বারাই সমাজ গড়ে উঠবে তোমরাই পারবে সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে, তোমরাই পারবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অতএব তোমাদের আগে আসতে হবে দেশের জন্য।

এদিনের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিস্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি তাহের মন্ডল, সভাপতি জিয়ারুল খান সহ মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী ও কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী বৃন্দ।

গ্লামিনায় স্বাধীনতা দিবস

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জিবন্তী আজাদ মিশনের গ্লামিনা অ্যাকাডেমি নার্সারীর পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বৃহস্প্রতিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকালে গ্লামিনা অ্যাকাডেমি নার্সারি ছাত্র ছাত্রী নিয়ে প্রভাত ফেরী করে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় এদিন সকাল থেকেই কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, মিউজিক্যাল চেয়ার, , অঙ্কন সহ একাধিক প্রতিযোগীতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ।

উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থী অভিভাবক গণ।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

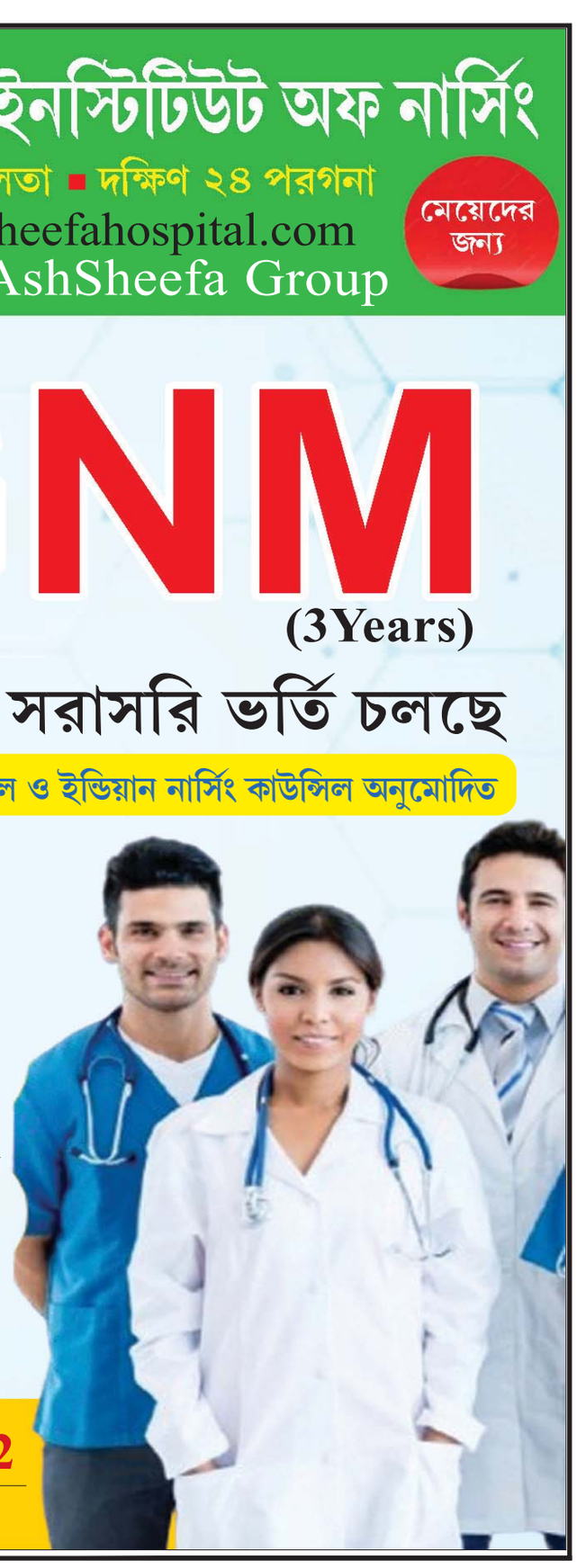

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

থ্যাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

আপনজন ডেস্ক: থ্যাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা। তিনি দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার মেয়ে।
শুক্রবার (১৬ আগস্ট) পার্লামেন্টে ৩১৯ ভোটে জয়ী হন তিনি। এর মধ্য দিয়ে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন ৩৭ বছর বয়সী পেতংতার্ন।
গত বছর নির্বাসন থেকে ফিরে আসার আগে, একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল।
নির্বাসনে থাকা পেতংতার্নের খালা ইংলাক সিনাওয়াত্রার পরে সিনাওয়াত্রা পরিবারের থেকে ওঠে আসা থাইল্যান্ডের তৃতীয় নেতা তিনি। এছাড়া, খালার পর থাইল্যান্ডের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রীও পেতাংতার্ন।
পার্লামেন্টে ৩১৯ ভোটে জয়ী হন পেতংতার্ন। তার বিপক্ষে ভোট পড়েছিল ১৪৫টি। এসময় ভোটদানে বিরত ছিলেন ২৭ জন। এক এক করে জনসমক্ষে ভোট দেন সংসদ সদস্যরা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়।
ক্ষমতাসীন ফেউ থাই দলের নেতা পেতাংতার্ন একমাত্র মনোনীত প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ছিলেন এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান।
নৈতিকতা লঙ্ঘনের দায়ে দেশটির সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দুদিন আগে সাংবিধানিক আদালত অপসারণ করেছিল।
থাইল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একজন থাকসিন। তবে ২০০৬ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তিনি ফেউ থাইয়ের একজন প্রকৃত নেতা হিসেবে জনপ্রিয়। মেয়ে পেতাংতার্নের রাজনৈতিক সমর্থনের পিছনে বাবার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব একটি অন্যতম ভূমিকা রেখেছে।

কঙ্গোতে মাংকিপক্সে চলতি বছর ৫৪৮ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে মাংকিপক্স প্রাদুর্ভাবে বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরইমধ্যে সব প্রদেশ ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এদিকে বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) আফ্রিকায় মাংকিপক্সের বৃদ্ধিকে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।
কঙ্গোতে এই ভাইরাসের বৃদ্ধি ও নিকটবর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ার কারণে এ ঘোষণা করা হয়েছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্যামুয়েল-রজার কাম্বা বার্তা সংস্থা এএফপি'কে দেওয়া একটি পৃথক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, সর্বশেষ মহামারিসংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুসারে, আমাদের দেশে বছরের শুরু থেকে ১৫ হাজার ৬৬৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।
২৬টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো। এর জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি।
কাম্বা বলেন, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশগুলো হলো, দক্ষিণ কিভু, উত্তর কিভু, তপো, ইকুয়েট্যুর, উত্তর উবাঙ্গি, শুয়াপা, মংগালা ও সানকুরু।
ক্রমবর্ধমান এ প্রাদুর্ভাবের জন্য আফ্রিকান ইউনিয়নের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পরদিনই জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার এ সিদ্ধান্ত এসেছে।

খুন হওয়ার আশঙ্কায় সৌদি ক্রাউন প্রিন্স

আপনজন ডেস্ক: 'মধ্য প্রাচ্যের দখলদার' খ্যাত ইহুদিবাদী দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে সম্মতি দিলে আততায়ীর হাতে খুন হওয়ার আশঙ্কা করছেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ আশঙ্কার কথা জানান তিনি।
বুধবার (১৪ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিন সালমান সম্প্রতি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়ে অনেক উদ্বেগ ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
সৌদি আরব ও পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে অত্যন্ত সংবেদনশীল।
বিন সালমান মনে করেন, ফিলিস্তিনিদের জন্য ভালো কিছু না করে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলে তার জীবনের ওপর হুমকি আসতে পারে। যদিও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বিস্তৃত চুক্তি করতে আগ্রহী। যে চুক্তির উদ্দেশ্য হবে দখলদার রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ।
পলিটিকোর সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রিন্স বিন সালমান মনে করেন, ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর রক্ষক হিসেবে তার পদ সুরক্ষিত থাকবে না, যদি তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায়বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুটি সমাধান না করেন। বিশেষত ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ও অবস্থার উন্নয়ন না ঘটলে তিনি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন বলে মনে করেন।
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে সৌদি যুবরাজ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বিরাজ অসম্ভব। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিটি সৌদি আরবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা তার টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক বলেও মনে করেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: রনিল বিক্রমাসিংহকে ৩০ দলীয় মহাজোটের সমর্থন

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রনিল বিক্রমাসিংহকে ৩০টিরও বেশি রাজনৈতিক দলের মহাজোট সমর্থন দিয়েছে। শুক্রবার এ ঘোষণা দেয় মহাজোট। দ্য হিন্দু এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
৭৫ বছর বয়সী বিক্রমাসিংহে বৃহস্পতিবার আগামী মাসের ২১ তারিখের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। তার পরই এমন ঘোষণা দেয় মহাজোট।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির (ইউএনপি) নেতা রনিল বিক্রমাসিংহে দলের করুণ পরিস্থিতির সময়েও রাজাপক্ষে পরিবারের শ্রীলঙ্কা পোদুজনা পেরামুনার (এসএলপিপি) বিচ্ছিন্ন নেতাদের সমর্থন পাচ্ছেন।
২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে দেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় অক্ষমতার কারণে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন। পরে রনিল বিক্রমাসিংহে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান।
এসএলপিপি প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য বিক্রমাসিংহেকে সমর্থন দিলেও দেউলিয়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টের কঠোর সংস্কারের অনুমোদন দেয়নি। পরিবর্তে এসএলপিপি রাজবংশের উত্তরাধিকারী নামাল রাজাপক্ষেকে (৩৮) প্রার্থী করেছে।
বিক্রমাসিংহে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নেতৃত্বে একটি কঠোর সংস্কার কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এসএলপিপি মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন নিয়ে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।
বিক্রমাসিংহে বলেন, 'এই কঠিন কাজটি পরিচালনা করতে যারা আমাকে সমর্থন করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দেশের দায়িত্ব পালনের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখে তারা পালিয়ে যায়নি।'
গণমাধ্যমের তথ্যানুসারে, বিক্রমাসিংহে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের আইএমএফ বেইলআউট নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন করেছেন। যা চার বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্রমাসিংহের এসব কঠোর সংস্কার অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা এনেছিল, যদিও বিরোধীরা বলেছিল যে আইএমএফ চুক্তির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অসুবিধা জনসাধারণকে হতাশায় ফেলেছে। বিরোধী দল জনসাধারণকে ত্রাণ দিতে আইএমএফ প্রগ্রামের সঙ্গে ফের আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আগামী মাসের নির্বাচনে বিক্রমাসিংহের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন তার একসময়ের সহকারী সজিথ প্রেমাদাসা ও মার্ক্সবাদী জনতা বিমুক্তি পেরামুনার (জেভিপি) নেতা অনুরা কুমারা দিসানায়েক।
দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি তাদের সমর্থন রনিল বিক্রমাসিংহে ও সজিথ প্রেমাদাসার মধ্যে পরিবর্তন করেছেন। তবে এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে।

ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে দেওয়া হবে না: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, ইসরায়েলকে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্বেষের আগুন ছাড়াতে দেয়া হবে না। প্রয়োজনে ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে তুরস্ক। এ অঞ্চলে ইসরায়েল যে গণহত্যা চালিয়েছে সেজন্য তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। এখন থেকে ইসরায়েল আর যা খুশি তা করতে পারবে না।
বুধবার রাজধানী আঙ্কারায় তার জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (একে) পার্টির এক অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় এই কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, গাজায় ৪০ হাজার নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরানো গণহত্যাকারীদের আইনের আওতায় না আনা পর্যন্ত আমরা লড়াই করব।
গত সপ্তাহে আঙ্কারায় কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথে সাক্ষাত করে এরদোগান বলেন, হামাসের নেতাকে হত্যা করে ইসরায়েল প্রমাণ করেছে তাদের যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার কোনো অভ্যাস নেই।
জানা গেছে, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বৃহস্পতিবার তুরস্কের পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন। ফিলিস্তিনের সমর্থনে ওই দিন তুরস্কের প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট জরুরি বৈঠকে বসবে। আব্বাস আমাদের অতিথি, বৃহস্পতিবার তিনি পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন। তিনি পুরো বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমরা সারা বিশ্বকে দেখাব যে আব্বাসের আমাদের সংসদে কথা বলার অধিকার রাখে।

হামাসের সামরিক প্রধানের মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেডের প্রধান মোহাম্মদ দেইফকে গত মাসে হত্যার দাবি করে ইসরায়েল। গাজার এই রহস্যময় পুরুষ কী আদৌ বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন তা জানে না কেউ। ইসরায়েল হত্যার দাবি করলেও এখনো কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি দেইফের মৃত্যু নিয়ে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে স্বাধীনতাকামীদের এ নেতা কী বেঁচে আছেন নাকি আসলেই মারা গেছেন।
গত ৩১ জুলাই ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া। তারপর ইসরায়েল দেইফের নিহত হওয়ার দাবি করে। তবে দলটির জ্যেষ্ঠ নেতা দাবি করেন দেইফকে হত্যা করতে পারেনি ইসরায়েল।
রহস্যময় এ যোদ্ধা এখনো বেঁচে আছেন এবং গাজাতে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।
দেইফের বেঁচে থাকার দাবি করেছেন হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা ওসামা হামদান। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ নেতা জানান, আল কাসসাম ব্রিগেডের প্রধান সুস্থ এবং বেঁচে আছেন। এর আগে ইসরায়েল দাবি করেছিল ১৩ জুলাই খান ইউনুস এলাকায় এ বিমান হামলায় দেইফ নিহত হয়েছেন।
হামদানের মতে, মানবিক এলাকায় হামলায় ৮৮ ফিলিস্তিনি নিহতের ঘটনাকে বৈধতা দিতে ইসরায়েল দেইফের ওপর হামলার গল্প বানিয়েছে। সে হামলায় অন্তত ২৮৯ জন ফিলিস্তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়।
দেইফের মৃত্যুর ঘোষণার পর গাজায় হামাসের উপপ্রধান খালিল আল হাইয়া জানান, নেতানিয়াহু একটি নকল বিজয় অর্জন করতে চান। দেইফকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবিটি ভুল বলেও জানান এ নেতা। এ সময় দেইফের রক্ত একজন ফিলিস্তিনি শিশুর রক্তের চেয়ে দামি নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে নেতানিয়াহু তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। দেইফ ইসরায়েলের মিথ্যা এ দাবি শুনে হাসছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুদানে কলেরায় ৩০০ জনের বেশি মৃত্যু: ডাব্লিউএইচও কর্মকর্তা

আপনজন ডেস্ক: সুদানে গৃহযুদ্ধের ফলে মানবিক সংকট কলেরাসহ অন্যান্য সংক্রমণও আরো বেড়ে গেছে। ব্যাকটেরিয়াজনিত কলেরা রোগে এই অঞ্চলে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।
শুক্রবার একজন বিশ্ব স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন।
ডাব্লিউএইচও কর্মকর্তা মার্গারেট হ্যারিস বলেছেন, ১১ হাজার ৩২৭ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ডেঙ্গু জ্বর এবং মেনিনজাইটিস সংক্রমণও বাড়ছে।
তিনি বলেন, 'এই সংখ্যা আমরা প্রতিবেদনে যা উল্লেখ করেছি তার চেয়ে বেশি হতে পারে।'
দেশটিতে ভারি বর্ষণ এবং বন্যা স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাকে ব্যাহত করছে।
ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের মতো রোগের বিস্তার তাই বেড়েছে।
সুদানে চলমান সংঘর্ষের কারণে বেশির ভাগ হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অপরিহার্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির চিকিৎসক, নার্সসহ চিকিৎসাকর্মীরা নিহত বা আহত হয়েছেন।
স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং কর্মীদের ওপর এমন আক্রমণে দেশটির জনগণ চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না।
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেড ক্রস (আইসিআরসি) সতর্ক করেছে, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং কর্মীদের ওপর আক্রমণ মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
পাশাপাশি রয়েছে খাদ্যসংকট।
সুদানে গৃহযুদ্ধের কারণে গত ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ১০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
উল্লেখ্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ২০২৩ সালের এপ্রিলে সহিংস বিরোধে জড়ায় সুদানের নিয়মিত সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে।
এ যুদ্ধ এরই মধ্যে পার করেছে এক বছর। এতে নিহত-আহত হয়েছে হাজারো মানুষ। লড়াই এখনো চলছে। প্রায় পাঁচ কোটি জনগণের দেশ এখন দাঁড়িয়েছে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১২ মি.

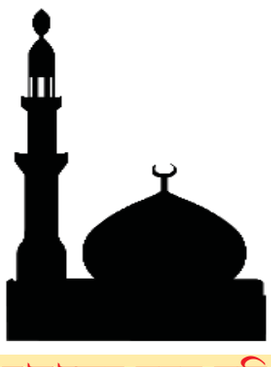

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫০	৫.১৪
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৪	
মাগরিব	৬.১২	
এশা	৭.২৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

চাদে ভয়াবহ বন্যায় অর্ধশতাধিক মানুষের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চাদের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ তিবেস্তিতে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিবেস্তি প্রদেশের গভর্নর মাহামাত তোচি চিদি বলেন, গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাত বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রদেশটিতে বন্যায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) দেশটির সামাজিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় সংহতি ও মানবিক বিষয়ক মন্ত্রী ফাতিম বুকার কোসেই বলেছেন, বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয় দিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

ইয়েমেনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৬ সেনার মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের আবিয়ানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সামরিক পোস্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৬ ইয়েমেনি সরকারপন্থী সৈন্য নিহত ও ১৮ জন আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে আল জাজিরা শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের (এসটিসি) মুখপাত্র মোহাম্মদ আল-নাকিব বলেন, হামলাকারী শুক্রবার মুদিয়াহ জেলায় বোমা সংযোজিত একটি গাড়ি নিরাপত্তা বাহিনীর একটি স্থানে প্রবেশ করে।
যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাইট গোয়েন্দা দলের তথ্য মতে, আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (একিউএপি) এক বিবৃতিতে এই অভিযানের দায় স্বীকার করেছে। তারা বলেছে, একজন বোমারু একটি গাড়িতে স্বতন্ত্র বিস্ফোরক ডিভাইস (আইইডি) সামরিক পোস্টে বিস্ফোরণ ঘটায়।
২০০৯ সালে আল-কায়েদার ইয়েমেনি ও সৌদি উপদলের একীভূতকরণ থেকে গঠিত একিউএপি। ইয়েমেনের যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যেই এর বেড়ে ওঠে এবং বিকশিত হওয়া।
একিউএপি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ ইয়েমেনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত এসটিসির ওপর হামলা চালিয়ে আসছে।
গত মার্চ মাসে আবিয়ান প্রদেশে এক হামলায় দুই যোদ্ধা নিহতের ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল একিউএপি।
এই বছরের শুরুর দিকে একিউএপি তাদের নেতা খালিদ বাতারফির মৃত্যুর ঘোষণা দেয়।

কুরস্কে প্রবেশ করা ইউক্রেনের কয়েক হাজার সেনাকে হত্যার দাবি রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: চলতি আগস্টের শুরুতে রাশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত কুরস্ক অঞ্চলে হঠাৎ হামলা চালায় ইউক্রেনের সেনারা। এ সময় অঞ্চলটিতে ভারী অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে দেশটির কয়েক হাজার সেনা। শুক্রবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কুরস্কে আসা ইউক্রেনের ২ হাজার ৮৬০ সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া ধ্বংস করা হয়েছে ৪১টি ট্যাংক, ৪০টি সাজোঁয়া যান। বিবৃতিতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী ২৩টি ইনফ্রেন্টারি ফাইটিং যান, ২১৩টি সাজোঁয়া যুদ্ধযান, ১০২টি গাড়ি, চারটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী সিস্টেম, ছয়টি মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম, দুটি পরিবহন এবং লোডিং গাড়ি, ২২টি ফিল্ড আর্টিলারি গান এবং তিনটি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্টেশন হারিয়েছে। এর আগে গতকাল কুরস্কের সুদঝা নামের একটি শহর দখল করার কথা জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা। ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ওলেক্সান্ডার স্রিসকি জানান, গত সপ্তাহে আকস্মিক অভিযান শুরুর পর তারা কুরস্কের ৩৫ কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। এরমধ্যে ১ হাজার ১৫০ স্কয়ার কিলোমিটার অঞ্চল এবং ৮২টি এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২২ সংখ্যা, ১ ভাদ্র ১৪৩১, ১১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

নির্বাচন

উপমহাদেশে এখনো সুষ্ঠু ও সুস্থ নির্বাচনি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই। যে কারণে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচন শেষ হইয়া যাইবার পরও চলিতে থাকে নির্বাচনি সহিংসতা ও অস্থিরতা। বিজয় মিছিলে হামলা করা হইতে শুরু করিয়া পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদের উপর চলে স্টিমরোলার। নির্বাচনের পূর্বে যেমন হামলা-মামলা ও দমন-পীড়ন চলে, তেমনি নির্বাচনোত্তর অত্যাচার-নির্যাতনে বাড়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ। নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নহে। নির্বাচন হইল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর পূর্ব হইতেই বিরাজ করে ফুরফুরে নির্বাচনি পরিবেশ। সেইখানে সরকারি ও সরকারবিরোধী সকল দল ও মতের লোকেরই স্বাধীনমতো মতামত প্রকাশ ও সমভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাইবার সুযোগ থাকে; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর বা তাহারও পূর্ব হইতে চলে ধরপাকড় ও নানা কূটকৌশল। সেইখানে এমন বিষময় পরিবেশ তৈরি করা হয় যাহাতে বিরোধী দলগুলির নেতাকর্মীরা বাড়িতে বা এলাকায় থাকিতে না পারেন। ভোটকেন্দ্রের জন্য কোনো এজেন্ট খুঁজিয়া পাওয়া না যায়। এইভাবে তাহারা যাহাতে নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করিতে না পারেন কিংবা করিলেও যাহাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারেন। ইহা যে সুস্থ কোনো নির্বাচনি সংস্কৃতি নহে, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা লক্ষ করিতেছি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিরোধী মতের বা প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া তাহাদের জেলে রাখিয়া নির্বাচন উঠাইয়া লওয়ার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এই উপমহাদেশেই এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিরোধী শীর্ষনেতার নামে মামলা দিয়া তাহাকে শুধু জেলে রাখিয়াই নির্বাচন আয়োজন করা হয় নাই, তাহাদের প্রতীকও ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শীর্ষনেতার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দিয়া তাহাকে গৃহবন্দি করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও শীর্ষস্থানীয় বিরোধী দলকে ঠুনকো অজুহাতে নিষিদ্ধ করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। এইভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশে সৃষ্টি করা হইতেছে প্রতিবন্ধকতা। তদুপরি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের যোগসাজশে নির্বাচনে চলিতেছে বহুমাত্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি। নির্বাচনে মাদক ও স্বর্ণ পাচারের মতো কালোটাকার ছড়াছড়ি লক্ষণীয়। গাড়িভর্তি মাদকের টাকা বিতরণ এবং সেই অর্থ দিয়া স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনকে ম্যানেজ করিবার দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তাই ইহা কোনো নির্বাচন হইতে পারে না। যাহারা এইভাবে অন্যায়-অনিয়ম করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দল বা তাহাদের লোক। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট হাতেনাতে নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম ধরিলেও তাহার কোনো কূলকিনারা হয় না। আমরা দেখিলাম, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচনের পূর্বেই গ্রেফতার করিয়া জেলে নেওয়া হইল। তবে মন্দের ভালো এই যে, নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন পূর্বে তাহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যদিও নির্বাচনের পর আবার তাহাকে জেলে নেওয়া হয়। যেইভাবে ক্রমাগত নির্বাচনি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হইতেছে তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। নির্বাচনি ব্যবস্থাকে যেইভাবে একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত পরিহাসমূলক। এই পরিস্থিতি দিনের পর দিন চলিতে পারে না।

এই সকল দেশের নির্বাচনে গুন্ডা বা মাস্তানদেরও ভূমিকা অনেক সময় বড় হইয়া দেখা যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভোটার এমনকি নিজ দলীয় সাধারণ কর্মীরাও হইয়া পড়ে অসহায় ও গুরুত্বহীন। তাহার পরও সেই নির্বাচনে চলে মারপিট, হানাহানি ও খুনাখুনি। এইভাবে চলিতে থাকিলে আগামী কয়েক বত্সরের মধ্যে এই সকল দেশে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা চলিয়া যাইবে ক্রিমিনাল বা অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব, সময় থাকিতেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুষ্ঠু নির্বাচনি ব্যবস্থা লইয়া গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা এই সকল দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হাসিনার পতনে ‘বিদেশি হাত’ তত্ত্ব ও দিল্লির ভূমিকা

ঢাকায় গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা পর্যালোচনা চলছে। বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে এটি। শেখ হাসিনার সমালোচনা ও দিল্লির ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রকাশ পাচ্ছে ষড়যন্ত্র তত্ত্বও। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ গোটা বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণমূলক মতামত লিখেছেন ভারতীয় পত্রিকাটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সি. রাজা মোহন

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতন নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন আকর্ষণীয় তত্ত্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মধ্যে একটি হলো, ৮৪ বছর বয়সী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসই (যাঁকে অনেকে ‘সিআইএ এজেন্ট’ বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন) আসলে আওয়ামী লীগকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হাসিনার বাইরের সবচেয়ে বড় সমর্থক ও গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি ভারতকেও তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

আসলেই কি তাই?

দীর্ঘদিন ধরে এই উপমহাদেশে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব খুবই উপভোগ্য বিষয়। কারণ, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রমাণ করার দরকার হয় না, আবার অনেক সময় তা অস্বীকার করারও জো থাকে না। দক্ষিণ এশিয়ার শাসকেরা যখনই তাঁদের অন্দরমহলে সংকটে পড়েছেন তখনই তাঁরা ‘বিদেশি হাত’ তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান বিষয় ছিল ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কর্তৃত্ববাদী শাসন চালানোর সময় যখনই কোনো প্রতিরোধ বা আন্দোলনের মুখে পড়েছেন, তখনই তিনি তার জন্য বিদেশি হাত, বিশেষ করে সিআইএকে দায়ী করেছেন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করার সময় ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর বাম সমর্থকদের অভিযোগ ছিল, দেশের ‘ফ্যাসিবাদীরা’ এবং বিদেশের ‘সাম্রাজ্যবাদীরা’ তাঁর ‘প্রগতিশীল’ সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এত দিন বাদে কেউ কেউ মনে করেন, ‘উদীয়মান ভারত’ এখন আগের চেয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী এবং নিজেই নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। এবং সে কারণেই যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ভারতীয়রা ‘বিদেশি হাত’-কে হরেদরে দোষারোপ করে না।

কিন্তু সম্প্রতি ঢাকায় ‘একজন মিত্র হারানোর’ ধাক্কা দিল্লির অন্দরমহলে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

মনে রাখা দরকার, ষড়যন্ত্রতত্ত্বগুলো রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিবেচনা করাকে নিরুৎসাহিত করে। ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আপনার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণগুলোকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

শেখ হাসিনা যে দিনকে দিন অজনপ্রিয় হয়ে পড়ছিলেন, তা বোঝার জন্য আপনার ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো দরকার হবে না। তিনি নিজেই তাঁর দলকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন এবং দলটিকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন।

বারবার কারচুপির নির্বাচন ও ক্ষমতার একচেটিয়া কুক্ষিগতকরণ এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা কর্তৃত্ববাদের সঙ্গে কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মিলে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী বারুদ জমা হয়েছিল। ক্রমাগত ঘনীভূত হওয়া সেই জনরোষের বারুদে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অরাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দুকে চূড়ান্ত ট্রিগার টিপে দেয়।

শেখ হাসিনা এখন ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে আঁকড়ে ধরেছেন। এর জন্য আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানাতে পারি। কারণ তিনি হয়তো ক্ষমতা হারানোজনিত শোকের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন; তিনি হয়তো জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার গ্লানি বহনের প্রাথমিক অবস্থায় আছেন।

হাসিনা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে উৎখাত করেছে; কারণ তিনি আমেরিকাকে বাংলাদেশে একটি সামরিক ঘাঁটি বানাতে দিতে চাননি।

সাম্প্রতিক সময়ের দক্ষিণ এশিয়ায় হাসিনাই একমাত্র নেতা নন যিনি ক্ষমতা হারানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করছেন।

২০২২ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তিনিও এই অভিযোগ করেছিলেন।

হাসিনার মতো ইমরান খানও বলেছিলেন, আমেরিকাকে পাকিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়তে দিতে না চাওয়ায় আমেরিকা তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল এবং আমেরিকার ইন্ধনেই তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়েছিল।

এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, এশিয়ায় চীনের সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি ও সামরিক সুযোগ-সুবিধা খুঁজছে। তাই বলে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ঘাঁটি বানানো এতটাই দরকার যে, তার জন্য তারা অভ্যুত্থান সংগঠিত করছে—এই ধারণা পোষণ করা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রতত্ত্বের মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থান তত্ত্ব সিআইএ-কেও বাড়াবাড়ি রকমের কৃতিত্ব দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

সিআইএর দক্ষতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ায় যেসব রটনা আছে তা আদতে সংস্থাটির প্রকৃত ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেছে। খেয়াল করুন: ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক নির্বাচনে সেখানকার বহুল নিন্দিত প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে সিআইএ ক্ষমতাচ্যুত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও তা করতে পারেনি। আবার যুক্তরাষ্ট্র ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা চালিয়েও কিউবায় ক্ষমতায় থাকা কমিউনিস্ট শাসনকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দুটো দেশই বলা যায় আমেরিকার একেবারে বাড়ির উঠোনে।

দক্ষিণ এশিয়ার ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের ঘোর লাগা কল্পনাশক্তিকে চাগিয়ে তোলার কাজ যে শুধু সিআইএ করে আসছে তা নয়। এই অঞ্চলের কোনো দেশের শাসন পরিবর্তিত হলে আজকাল আমাদের ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (সংক্ষেপে ‘র’) -কেও দায়ী করা হয়।

এসব সরকার পরিবর্তনের জন্য ‘বিদেশি হাতকে’ দোষারোপ করা ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকেরা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় এস্টাবলিশমেন্টকেই গোয়েন্দা ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে থাকেন।

বাংলাদেশ ভারতের খিড়কি দুয়ারের সঙ্গে লাগোয়া এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বহু বছরের ঘনিষ্ঠ লেনদেন চলে আসছে।

এ কারণে আপনি যদি বলেন, সিআইএ বাংলাদেশে একটি অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছে, তাহলে ধরেই নেওয়া হয় আপনি দিল্লিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটির বিষয়ে বেখবর থাকার জন্য অভিযুক্ত করছেন।

বাংলাদেশের আজকের এই সংকটের উৎপত্তি ও বিস্তার এবং এই সংকট নজরদারির জন্য দিল্লির ব্যবস্থাপনার ওপর ভারতের পক্ষ থেকে একটি গুরুতর ‘ময়নাতদন্ত’ করতে হবে। সেটি করা গেলে তা ভারতের আঞ্চলিক নীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান পাঠ তৈরি করবে।

এটি মনে রাখা জরুরি, কোনো শক্তিই (তা সে বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক যা-ই হোক না কেন) কৌশলগত স্বার্থের ক্ষেত্রে রাজনীতিকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। একই সঙ্গে কোনো সরকারই (তা সে যত সম্পদশালীই হোক না কেন) অন্য দেশের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা সম্পর্কে ভুল ধারণার খপ্পরে পড়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়।

হাসিনার আজকের এই গল্পে বিজয় এবং ট্র্যাজেডি দুটোই আছে। তিনি অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে টিকে ছিলেন এবং পাকিস্তান থেকে তাঁর জাতির মুক্তির ধারা রক্ষা করে এসেছিলেন।

গত ১৫ বছরে তিনি বাংলাদেশকে একটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত করেছেন এবং পাকিস্তানসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুসরণযোগ্য একটি ‘মডেল’ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন।

হাসিনা ভারত ও বাংলাদেশকে দেশ ভাগজনিত কিছু তিক্ততা মিটিয়ে ফেলতে, সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে, আন্তসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে, আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়াতে এবং দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

তবে কিনা পৃথিবীর আর সব ট্র্যাজিক নায়কদের মতো তাঁরও মারাত্মক কিছু ত্রুটি ছিল। তাঁর অন্যতম ত্রুটি ছিল নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দুর্নিবার সংকল্প। আরেকটি ত্রুটি ছিল, জাতীয়তা ও ইতিহাস নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে সৃষ্ট গভীর রাজনৈতিক বিভাজনকে সারিয়ে তোলায় তাঁর ব্যর্থতা।

তবে হাসিনাকে মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করতে হলেও তিনি আধুনিক উপমহাদেশের বিবর্তনধারায় একজন সত্যিকারের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে টিকে থাকবেন।

হাসিনার ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়া নিয়ে ভারতের অনুশোচনা করার বিস্তর কারণ আছে। কিন্তু গত কয়েক দিনে যা ঘটে গেছে, সেই ঘটনাবলির মধ্যে দিল্লিকে আটকে রাখা ঠিক হবে না।

দ্বিপক্ষীয় কৌশলগত অংশীদারির ক্ষেত্রে হাসিনা যে মজবুত ভিত্তি তৈরি করে গেছেন, সেটিকে এগিয়ে নিতে দিল্লিকে অবশ্যই ঢাকার নতুন সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।

বাংলাদেশের এই নতুন ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক উদারীকরণ এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুযোগ খুঁজছে। সে কারণে দিল্লিকে অবশ্যই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির বার্তা দিতে হবে।

যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবিলম্বে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার এবং দেশটির দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে বলে মনে হচ্ছে, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার মনে করতেই হবে।

বেশ কয়েক বছরে দিল্লি ও ওয়াশিংটন দক্ষিণ এশিয়ার ইস্যুতে একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছে। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় মতপার্থক্য কমানোর জন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

স্মরণ করুন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লিতে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঢাকার ওপর রাজনৈতিক চাপ কমাতে ওয়াশিংটনকে অনুরোধ করেছিলেন।

বাংলাদেশে জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও বাইডেন প্রশাসন হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে সহযোগিতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সংকট উপস্থিত হলো তার জন্য দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার কোনো বিরোধ কার্যকারণ হিসেবে কাজ করেনি। মূলত বাংলাদেশের সঙ্গে হাসিনার দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াই এই সংকটের মূল কারণ।

সি. রাজা মোহন সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ভিজিটিং প্রফেসর এবং দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

নির্বাচনী প্রচারে মোদির ১৭৩ ভাষণের মধ্যে ১১০টিতে মুসলিম বিদ্বেষ

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ভারতে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৬৩ শতাংশ ভাষণ ছিল ঘৃণা উদ্রেককারী। গত ১৬ মার্চ নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদির দেওয়া ১৭৩টি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) জানিয়েছে, ১৭৩টির মধ্যে ১১০টি (৬৩ শতাংশ) ভাষণে মোদি ‘ইসলামভীতি’ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আর তিনি এই কাজ করেছেন সম্ভবত রাজনৈতিক বিরোধিতাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে।

১৪ আগস্ট প্রকাশিত এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে বলা হয়, মোদি এমন কথা বলেছেন, যা শুনে মনে হয়, একমাত্র মুসলমান সমাজই আগামী দিনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মোদির হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকার ৯ জুন থেকে নতুন মেয়াদ শুরু করেছে। তৃতীয়বারের এই মেয়াদ শুরুর আগে প্রচারণার সময় প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য, শত্রুতা ও সহিংসতাকে উসকে দেওয়া হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করছে, ধারাবাহিকভাবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এই ধরনের ঘৃণা উদ্রেককারী মন্তব্য করার কারণে ভারতে মুসলমান ও খ্রিষ্টান—এই দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপরই হামলার ঘটনা বেড়েছে।

মানবাধিকার সংগঠনটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিজেপির নেতৃত্বাধীন বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই মুসলমানদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় ধ্বংস করেছে এবং এমন সব কাজ করেছে, যা বেআইনি। নির্বাচনের পর এই কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ফলে সারা দেশে অন্তত ২৮টি হামলার খবর পাওয়া গেছে। যার কারণে ১২ জন মুসলমান পুরুষ ও ১ জন খ্রিষ্টান নারীর মৃত্যু হয়েছে।

মোদির বক্তব্য তুলে ধরেছে এইচআরডব্লিউ

নরেন্দ্র মোদি নিজে অবশ্য মুসলমানদের বিরোধিতার অভিযোগ অস্বীকার করে ভারতের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাতাবরণের উদাহরণ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাটি।

এইচআরডব্লিউর বক্তব্য, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে মোদি সে সময় বলেছেন, ‘আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নই। এটা আমাদের পরিচয়ের অংশ নয়।’

নির্বাচনী প্রচারে মুসলিমবিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মোদি বলেছিলেন, ‘যেদিন আমি (রাজনীতিতে) হিন্দু-মুসলিম নিয়ে কথা বলতে শুরু করব, আমি জনজীবনের জন্য অযোগ্য হয়ে যাব। হিন্দু-মুসলিম করব না। এটাই আমার সংকল্প।’

কিন্তু কার্যত অন্য ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে এইচআরডব্লিউ। তাদের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মোদি নিয়মিত মিথ্যা দাবির মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে ভয় জাগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বিরোধী দলগুলো ক্ষমতায় এলে তাদের (হিন্দুদের) বিশ্বাস, তাদের উপাসনালয়, তাদের সম্পদ, তাদের জমি এবং তাদের সম্প্রদায়ের মেয়ে ও নারীদের নিরাপত্তা মুসলিমদের কাছ থেকে হুমকির মুখে পড়বে।’

প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘মোদি বারবার মুসলমানদের “অনুপ্রবেশকারী” হিসেবে বর্ণনা করে দাবি করেছেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানদের “বেশি সন্তান” হয়।’ এই বক্তব্যের মাধ্যমে মোদি ভারতে যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ, সেখানে এই ভয় তৈরি করেছিলেন, একদিন হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

কীভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করেছেন, তার উদাহরণ দিতে নরেন্দ্র মোদির কিছু ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে এইচআরডব্লিউ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৪ মে ঝাড়খন্ডের কোডারমায় এক বক্তব্যে মোদি বলেছিলেন, ‘আমাদের দেবতাদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে এবং এই অনুপ্রবেশকারীরা (মুসলিম) আমাদের বোন ও কন্যাদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।’

মানবাধিকার সংস্থাটি মোদির উত্তর প্রদেশের ভাষণ থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কিতে ১৭ মে এক বক্তব্যে তিনি মিথ্যা দাবি করেছিলেন। মোদি বলেছিলেন, রাজনৈতিক বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে অযোধ্যায় ইতিমধ্যেই ধ্বংস হওয়া একটি ঐতিহাসিক মসজিদের ওপর বিতর্কিতভাবে নির্মিত এবং সবেমাত্র উদ্বোধন হওয়া রামমন্দিরের ক্ষতি করবে। বিরোধী জোট ক্ষমতায় এলে, ‘তারা আবার রাম লল্লাকে (হিন্দু দেবতা ভগবান রাম) তাঁবুতে পাঠাবে এবং মন্দিরের ওপর বুলডোজার চালাবে।’

মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে গত ৭ মে দেওয়া আরেক বক্তব্যে মোদি আবার মিথ্যা বলেছিলেন বলে এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। মোদি বলেছিলেন, ‘বিরোধী কংগ্রেস পার্টি, এমনকি খেলাধুলাতেও মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিতে চায়। সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল কে বানাবে, তা কংগ্রেসই ঠিক করবে।’

এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইলেইন পিয়ারসন স্পষ্ট বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপি নেতারা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারে খোলাখুলি মিথ্যা দাবি করেছেন।

পিয়ারসন বলেন, মোদি প্রশাসনের অধীন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এক দশকের আক্রমণ এবং বৈষম্যের মধ্যে এসব উত্তেজক বক্তব্য মুসলিম, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনকে আরও স্বাভাবিক রূপ দিয়েছে।

গত বুধবার নিউইয়র্কে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলেও আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে ভারতের তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ জানানো হয়নি।

প্রথম নজর

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু সুতি থানার সিভিক ভলেন্টিয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো সুতি থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। স্বাধীনতা দিবসের রাতেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদে। মৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম মোহাম্মদ সিরাজউদদৌলা(৩৩)। তার বাড়ি সুতি থানার ডিহিগ্রামে। বুধবার রাতে সুতি থানায় নাইট ডিউটি করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই সিভিক। তখন প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর জখম হন তিনি। তড়িঘড়ি ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেখানেই মৃত্যু হয় তার। ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় সিভিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

মাদ্রাসা পর্ষদে স্বাধীনতা দিবস

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতার ৭৮ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ড. আব্দুল কালাম আজাদ ভবন এবং বেগম রোকেয়া ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পর্ষদের সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পতাকা উত্তোলন করলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. শেখ আশফাক আলী।

পথনাটিকা বিদ্যালয়ে

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর বালিকা বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ডেঙ্গু নিয়ে এক পথনাটিকা পরিবেশিত হয়।
ছবি: মনিরুজ্জামান

জয়পুরে স্বাধীনতা দিবস

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার জয়পুর থানার দক্ষিণ সাঁউড়িয়া নজরুল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে, আমতা জনপ্রিয় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আয়োজনে, ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বৃক্ষ রোপন, এলাকার ছাত্র -ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান সোসাইটির তরফে।

এসইউসিআইয়ের ১২ ঘন্টার বাংলা বনধে প্রভাব বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর.জি করের ঘটনার প্রতিবাদে ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই। বনধ সফল করতে শুক্রবার সকাল থেকে পথে নামেন ওই দলের নেতা কর্মীরা। এদিন সকালে বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় প্ল্যাকার্ড হাতে পিকেটিং শুরু করেন এস.ইউ.সি. আই নেতারা কর্মীরা। তাঁদের ডাকা বনধের সমর্থণে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।
এস.ইউ.সি.আই বাঁকুড়া শহর লোক্যাল কমিটির সদস্য লীনা সরকার আর.জি করের ঘটনা ও পরে বুধবার রাতে ওই হাসপাতালে ভাঙ্গচুরের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'সরকারী মদত' ছিল বলে ঘটনার সময় পুলিশকে দেখা যায়নি। ওই দিন একের পর এক সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। পুলিশের গাড়ি ভাঙ্গচুর হয়ছে, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। একই সঙ্গে আর.জি করের ঘটনায় যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানান তিনি।
তবে স্বাভাবিকভাবে আরজিকর ইস্যুতে রাজ্য জুড়ে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলো । আজ একদিকে যেমন গোটা রাজ্য জুড়ে এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে বারো ঘণ্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে তেমনি রাজ্যজুড়ে দুপুর দুটো থেকে পথ অবরোধের ডাক দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব । ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এসইউসিআই এর ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়লেও এই প্রতিবেদন করা পর্যন্ত বাঁকুড়ায় সেই অর্থে কোন প্রভাব পড়েনি । সকাল থেকেই বাঁকুড়ায় সরকারি বেসরকারি বাস চলাচল করছে । অন্যান্য দিনের মতোই সকাল থেকেই রাস্তায় সাধারণ মানুষরা বেরিয়েছে দোকানপাটও খোলা রয়েছে ।

এসডিপিআই রাজ্য কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ১৫ আগষ্ট সারা ভারত জুড়ে পালিত হচ্ছে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস, দলবল নির্বিশেষে প্রত্যেকের মুখে দেশ ও দেশ স্বাধীনের জন্য জীবন দেওয়া সংগ্রামীদের জয় জয়কার। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতোই সারা দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করলো দেশে সামাজিক ন্যায় ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে চলা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া।
এদিন এসডিপিআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (অর্গানাইজিং) হাবিবুর রহমান এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান স্মরণ করিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তায়েদুল ইসলাম রাজ্যবাসীকে বার্তা দেন–অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতা মূল্যহীন।

পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে স্বাধীনতা দিবস

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস । বর্ধমানের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট চত্বরে দুইটি ক্রেনের মাধ্যমে ৫৫ ফুট উচ্চতায় এক হাজার ছেষট্টি বর্গমিটার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস । পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক কে রাধিকা আইয়ার। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর গলায় মাল্য দান করা হয় । পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর বসত ভিটা রায়না ২ এর সুবল দহ গ্রামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিপ্লবের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। খণ্ডঘোষের ওয়ারী গ্রামে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটায় পতাকা উত্তোলন করেন খণ্ডঘোষের বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জি।

মারকাজুল মুসলিমিনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মাদ্রাসা মারকাজুল মুসলিমিনে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয় । পতাকা উত্তোলন করেন মাদ্রাসার সভাপতি আলহাজ্ব সেলিমউল্লাহ সাহেব। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্রদের তেলওয়াত আবৃতি এবং ছোটো নাটক উপস্থাপন করেন। মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা বারুইপুরে বিভিন্ন প্রান্তে পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরে মাদ্রাসায় এসে শেষ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা সভাপতি আলহাজ্ব সেলিম উল্লাহ সাহেব,সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন আখন সাহেব,মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা কাসেম বিন মুহাম্মদ সাহেব এবং মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক মন্ডলী।

নাবাবীয়া মিশনে স্বাধীনতা দিবস

আপনজন: নাবাবিয়া মিশনে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন হুগলি জেলার খানাকুল থানার খানাকুল থানার অফিসার ইনচার্জ মাননীয় মুন্সি হামিদুর রহমান। ছিলেন মিশনে সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার সহ সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মীবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা।

সুজাপুর আবাসিক মিশনে স্বাধীনতা দিবস

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের কালিয়াচক সুজাপুর এলাকায় বেশ কয়েকবছর বছর ধরে উন্নতমানের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন সুজাপুর আবাসিক মিশন। মালদার কালিয়াচক ছাড়িয়ে এখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন ছাত্রছাত্রীরা। আর এদিন এই সুজাপুর আবাসিক মিশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব স্কুল প্রাঙ্গণে পালিত হল ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। এদিনের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়।
দেশাত্মবোধক নৃত্য, গজল, কবিতা আবৃত্তি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা। সম্পূর্ণ একটি শিক্ষনীয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহৎ দিনটি পালন করা হয়। মিশনের সম্পাদক আশরাফ আলী খান জানান, আমাদের মিশনের পঠনপাঠন অত্যন্ত ভালো। এবং আমাদের প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ পেয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা উন্নতমানের শিক্ষা দিয়ে যায় আমাদের সুজাপুর আবাসিক মিশন। এদিন ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকালে প্রভাত ফেরি ও তারপর সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

এ এম মিশনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নওদা

আপনজন: ১৫ আগষ্ট যথাযথ মর্যাদায় ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।
মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার গঙ্গাধারীতে অবস্থিত এ এম মিশন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক জন সমাবেশ ঘটে । উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাধারী এইচ বি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বাবর আলী মালিথা, বিন্দারামপুর হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক আব্দুস সামাদ, প্রাক্তন শিক্ষক আব্দুর রহেদ, গঙ্গাধারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নেপাল চন্দ্র সান্যাল সহ এলাকার বিশিষ্টজন ।
এদিন স্বাধীনতা উদযাপন উপলক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।
আল মোমিন মিশনের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে নৃত্য, সংগীত, কবিতা, আবৃত্তি, ছড়া, গজল, নাত সহ বিভিন্ন বিষয়।
সকাল সাড়ে ছটায় পতাকা উত্তোলন করা হয় ।

বিএসএফের বহরমপুর ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মাঠ সদর দফতর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচীতে উপ-মহাপরিদর্শক শ্রী অনিল কুমার সিনহা কর্তৃক পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার সহ সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।
এই সদর দপ্তরের অধীনস্থ সকল ব্যাটালিয়ন ও সীমান্ত চৌকিতে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়, যেখানে প্রতিটি স্থানে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই বিশাল উদযাপন জাতির মূল্যবোধের প্রতি ঐক্যবদ্ধ চেতনা এবং অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে।
পতাকা উত্তোলনের পরে, আশেপাশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয় যাতে ৮৬, ৭৩ এবং ১৪৬ তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি নকুড়তলা মোড়, ইস্তেবল মোড়,

মতি ঝিল হয়ে সকাল ১০টায় শুরু হয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা যাত্রা শেষে সদর দফতরে ফিরে আসে। এই সমাবেশের লক্ষ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশপ্রেমের চেতনা প্রচার করা হয়। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী অনিল কুমার সিনহা তার ভাষণে স্বাধীনতা দিবসের গভীর তাৎপর্যের উপর জোর দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বিএসএফ কর্মীদের এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের বীরত্ব ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে উত্সাহিত করেন এবং তাদের সেবায় এই নীতিগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানান।
তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ক্রমাগত দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিএসএফ সদস্যদের উত্সর্গের প্রশংসা করেন।

দুস্থ মানুষদের উপহার দিল আলিঙ্গন ক্লাব

নকীব উদ্দিন গাজী ● ক্যানিং

আপনজন: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল ডায়মন্ড হারবার আলিঙ্গন ক্লাব। স্বাধীনতা দিবসের দিনে মানবিক আলিঙ্গন ক্লাব কয়েকশো দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালো। এই স্বাধীনতার দিনে সুন্দর মুহূর্তে তাদের নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়ার পর দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করা হয় আর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহাকুমার শাসক অঞ্জন ঘোষ , ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস জেলা পরিষদের সদস্য মনমোহিনী বিশ্বাসসহ, একা ধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলিঙ্গন শুধু খেলাতে নয় সমাজ সেবার কাজেও এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায় ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা। এই আলিঙ্গন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক বাকিবুল্লা উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি আলিঙ্গন ক্লাবের সম্পাদক সাবির আহমেদ তিনি বলেন স্বাধীনতার দিনে কিছু দুস্থ মানুষদের তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা খুশি। আগামী দিনে আমরা এ কাজ করব ।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবস পালন

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে সকাল ৮.৩০ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হলো। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। পতাকা উত্তোলনের পর সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। এবং সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হলো। উপস্থিত ছিলেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য কবীর হোসেন সেখ, শান্তিরাম মাল, জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ব্লক এসটি, এসটি সেলের চেয়ারম্যান ধীরেন দলুই, ঝিকড্ডা অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি ছোটু লেট, বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা জহরলাল সেখ ও অনান্য নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ।

তিলপি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস

কুতুবউদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থানার অন্তর্গত জয়নগর তিলপি মাদ্রাসাতে পালিত হল ৭৮ তম ভারতের স্বাধীনতা দিবস। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি মাদ্রাসাতে তালিমুল কুরআন হাফিজিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসার পক্ষ থেকে। উৎযাপিত করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিলপি মাদ্রাসা তালিমুল কুরআন হাফিজিয়া সুলতানিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ মহাসিন মন্ডল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।পাশাপাশি স্বাধীনতার দিনটির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন হাফেজ মহাসিন মন্ডল। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন হাফেজ আফজাল হোসেন মোল্লা, হাফেজ মোঃ রফিক উদ্দিন মোল্লা, সমাজসেবী সাইফুল মোল্লা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

লোকপুরে স্বাধীনতা দিবস

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক এলাকার ভাড্ডি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র কতৃপক্ষ পড়ুয়াদের নিয়ে নাচ, গান, কবিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। আদিবাসী নৃত্য থেকে দেশাত্মবোধক গান সবেতেই ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে বলেন বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক গান, বাজনায় পারদর্শী ।

"দি ট্রিটমেন্ট হাউস" এর উদ্যোগে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করছেন তবারক মোল্লা, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আক্রম হোসেন সরদার বিশিষ্ট শিক্ষক, সাইফুল মোল্লা সহ ছাত্র যুবরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জমিয়াতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের অন্যতম বলিষ্ঠ শাখা সংগঠন সাকরুল (ইন্দাস) শাখার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি এবং ইমাম সংগঠনেরও সম্পাদক কাজী সাহাবুদ্দিন সাহেব। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জমিয়াতের বরিষ্ঠ প্রাক্তন সভাপতি শেখ সাবেদ আলী সাহেব, সহ-সভাপতি মির নিয়ামুল হোসেন সাহেব, মাওলানা ফয়জুল হক সাহেব, মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেব, কাজী মিনহাজ উদ্দিন সাহেব, সাকরুল জুম্মা মসজিদের সম্পাদক সিদ্দিক মোঃ বিন কাসিম ছাড়াও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

পঞ্চগ্রামে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: থাযথ মর্যাদার সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে দক্ষিণ পঞ্চগ্রাম হসপিটাল মোড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এর মধ্যে দিয়ে পালিত হল ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিন এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ করে পঞ্চগ্রাম এলাকা জুড়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো বৃহস্পতিবার। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিন পঞ্চগ্রাম শিক্ষার দিশারী চিলড্রেন একাডেমী সহ আরো বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল এদিন।বোলপুর মহকুমা হসপিটালে চত্বরে। পড়ুয়ারত ডাক্তারের আত্মার শান্তি কামনায়।

নবাবপুর হাইমাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডিতলা

আপনজন: নবাবপুর হাইমাদ্রাসায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস অতিসমারোহে পালিত হলো।জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাদ্রাসার মাননীয় প্রধান শিক্ষক জনাব ফসিহুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব।উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী।ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাদ্রাসায় এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে।অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের লুচি, আলুরদম ও মিষ্টি খাওয়ানো হয়।এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।
প্রসঙ্গত নবাবপুর, ভগবতীপুর, এছাড়া শিয়াখালা গ্রামগঞ্জ গুলোতে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সঞ্জীবনী হেলথকেয়ার নার্সিংহোমের অন্যতম কর্ণধার সেখ গোলাম মোর্তাজা, কাজী হেদায়েতুল্লাহ রাজ্যবাসীকে স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। প্রসঙ্গত হুগলি জেলার গ্রাম গঞ্জে বাড়িতে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেখা যায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়।

প্রথম নজর

কাষ্ঠগড়া শিশু শিক্ষা নিকেতনে স্বাধীনতা দিবস পালন

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে নাচ ,গান, আবৃতি, কুইজ মাধ্যমে কাষ্ঠগড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই দিনটি পালোন করা হল।বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামে একটি ছোট্ট বে-সরকারি স্কুল যেটা কাষ্ঠগড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন নামে পরিচিত এই স্কুলটি ছোট্ট হলেও তার প্রভাব এই এলাকায় চমকশীল। দীর্ঘদিন থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি খুব নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাজকর্মেও জড়িত। তাই আজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এক নামে এলাকার মানুষ চেনেন। ২০২৪ শিক্ষা বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পালিত হলো ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। পতাকা উত্তোলনের পরে পরেই নাচ ,গান, আবৃতি, কুইজ মাধ্যমে পালিত হলো স্বাধীনতা দিবসের এই দিনটি । স্বাধীনতা দিবস হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট (১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ, শুক্রবার) ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি

স্বাধীনতা দিবস ওড়াহার উচ্চ বিদ্যালয়ে

আলম সেখ ● ভগবানগোলা

আপনজন: প্রতি বছরেই ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে পালন করে থাকে প্রতিটা বিদ্যালয়, ঠিক এমনই মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত সুন্দরপুর অঞ্চলের ওড়াহার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভিন্ন রকম ভাবে আজ পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। সকাল ৮ থেকে সম্পূর্ণ গ্রাম জুড়ে পদযাত্রা করলো স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা, পদযাত্রাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল স্কুলেরই প্রশিক্ষিত ব্যান্ড টিম। ছোটো ছোটো ছাত্র ছাত্রীরা যেনো গ্রামের মানুষের বার্তা দিচ্ছিল কিভাবে সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দেশকে স্বাধীন করেছিল। পদযাত্রার পর স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। পতাকা উত্তোলন করেন– সহ প্রধান শিক্ষিক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক খাদেম রসুল ,জালালুদ্দিন(প্রাক্তন সভাপতি),সুবিমল ভট্টাচার্য(সহ শিক্ষক)। খাদেম রসূল বলেন, প্রতি বছরেই স্বাধীনতা দিবসে নিত্য নতুন আয়োজন করা হয়ে থাকে স্কুলে, এবার বিশেষ ভাবে আয়োজন করা হয়েছিল পদযাত্রা, এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া– স্বাধীনতা ঘুমিয়ে থেকে অর্জন হয়নি, হয়েছে সংগ্রাম ও হাজারো শহিদের রক্তের বিনিময়ে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকগণ শহীদদের ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– বিদ্যালয়ের জমিদাতা উমাকান্ত সরকার।

মাদ্রাসাতে স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন মসজিদের ইমামরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির গলিগ্রাম মাদ্রাসাতে স্বাধীনতা দিবস পালন করলো এলাকার ইমামরা। এদিন গলিগ্রাম মাদ্রাসা এবং জামিয়াতুল আইম্মা অল উলামা নামক একটি সংগঠনের যৌথ্য উদ্দ্যোগে দিনটি উদযাপন করা হয়। প্রথমে মাদ্রাসা থেকে ভাসাপুল প্রযন্ত একটি রালি করা হয়। যেখানে পা মেলান মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক সহ এলাকার ইমামরা। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, গলসি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি অরুন কুমার সোম। পাশাপাশি মাদ্রায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। যেখানে গজল ও নাত পাঠ করেন এলাকার ইমাম ও মাদ্রাসার পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সেখ ফিরোজ আহম্মেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজি মহবুবুল হক সহ অনেকেই। মৌলানা রহমত আলি বলেন, আমরা ইমামরা মিলিত হয়ে আজকের দিনটি পালন করলাম। ওসি সাহেব আমাদের পাশে আছেন। আগামী দিনে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজের মানুষের পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ইমামদের এমন আয়োজনে প্রসংশা করেন স্থানীয়রা।

পড়ুয়াদের কলম উপহার

আপনজন: ছাত্রছাত্রীদের কলম উপহার দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন বাগনান থানার বাইনান মীরপাড়াতে।

স্বাধীনতা দিবস পালিত মামূন ন্যাশনাল স্কুলের নানা ক্যাম্পাসে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস মহাসমারহে পালিত হল বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ মরহুম গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ.) সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মামূন ন্যাশনাল স্কুল এ। বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ন'টায়। উপস্থিত সকল ছাত্রীর সমবেত ভাবে জাতীয় সংগীত পাঠের মধ্য দিয়ে পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আউসগ্রাম টু -এর ব্লক সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ লালন সাহেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোটা পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, উপপ্রধান সেখ আলাউদ্দিন, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক -শিক্ষিকা মন্ডলী ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ব্লক সভাপতি সম্মানীয় সেখ লালন সাহেব ও কোটা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সেখ আলাউদ্দিন সাহেব আজকের দিন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাঁরা আলোচনায় মরহুম গোলাম আহমাদ মোর্তুজা সাহেবের সমাজে অবদানের বিভিন্ন দিক, তাঁর শিক্ষা প্রসারে সুদূর প্রসারী ভূমিকা, মামূন ন্যাশনাল স্কুলের বর্তমানে বিস্তার ও

অগ্রগতি এবং ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইংরেজি শিক্ষিকা পূজা সাউ। ছাত্রীদের কোরাস সংগীত 'সারে জাহা সে আচ্ছা' পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

নানা স্থানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আপনজন: মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। দিনটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

আপনজন: কলকাতার ১০৩ নং ওয়ার্ডের বেলবন্ধন সংস্থার তরফে প্রাক্তন পৌর প্রতিনিধি সঞ্জয় দাসে পরিচালনায় ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও গুনিজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধনী সঙ্গিত পরিবেশন করেন শুভঙ্কর সেনগুপ্ত (বাবুয়াদা)।

আপনজন: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বারুইপুরের ফ্রেন্ডস হেল্পিং সার্কেলের পক্ষ থেকে নিউ এজ সোসাইটি ফর অল এর পতাকা উত্তোলন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহিলা থানার আইসি ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হিফজুল কুরআন একাডেমীতে স্বাধীনতা দিবস

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস জাঁকজমক পূর্ণ ভাবে পালিত হলো রামপুরহাট জে এন হিফজুল কুরআন একাডেমিতে। সকাল পৌনে নটায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন একাডেমীর সম্পাদিকা ও প্রিন্সিপাল তাসলিমা খাতুন।
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন জে এন হিফজুল কুরআন একাডেমী কর্তৃপক্ষ।একাডেমির সমস্ত আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা চরম আগ্রহের সাথে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া একাডেমীর সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা নজরুল গীতি, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, নাটক , ছড়া গান ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে। একাডেমীর প্রিন্সিপাল তাসলিমা খাতুনের মোটিভেশনাল বক্তব্য শুনে উপস্থিত ছাত্র - ছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা চরমভাবে উদ্বুদ্ধ হন। শেষে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ আকবর আলীর দেশ প্রেম সম্পর্কীয় কথাবার্তা ও দেশের প্রতি ছাত্র-

বাংলা বনধের মিশ্র প্রভাব দক্ষিণ দিনাজপুরে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এসইউসিআই এর ডাকা ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বনধের সমর্থন করতে এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথে নামতে দেখা যায় এসইউসিআই এর কর্মী সমর্থকদের। এদিন বেসরকারি বাস রাস্তায় বেরোলে সেগুলোকে আটকে দেয়া হয়। তবে রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে চলেছে সরকারি যানবাহন। অন্যান্য দিনের মতো এদিন খোলা ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ব্যাংক। বালুরঘাট শহরের তহবাজার খোলা ছিল। সেখানে স্বাভাবিক ছন্দে বিকিকিনি চললেও বন্ধের জেরে প্রভাব পড়েছে মনসা পূজোর বাজারে। গ্রামগঞ্জ থেকে অনেকেই বাজার করতে না আসার ফলে বিকিকিনি অন্যান্য বারের তুলনায় অনেকটাই কম হয়েছে বলেই বিক্রেতারা জানিয়েছেন। বনধের জেরে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী।
এসইউসিআই এর তরফে জানানো হয়েছে, 'এই ধর্মঘট সমস্ত স্তরের মানুষ পালন করেছে। আমরা তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই আমাদের এই আন্দোলনে সহমত পোষণ করবার জন্য। বালুরঘাটে ব্যাপকভাবে এই বন্ধের প্রভাব পড়েছে। যতদিন না দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।'

রাস্তা নিয়ে প্রতিবাদ, গুলি করে খুন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রাস্তা খারাপ থাকার কারণে প্রতিবাদ করায় গুলি করে খুন করা হলো এক ব্যক্তিকে। মৃতের নাম বাবর আলী(৪৫)। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ভগবানগোলা থানার রমনা ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে এলাকার রাস্তা খারাপ থাকায় প্রতিবাদ করেছিলেন বাবর আলী। সমাজ মাধ্যমে সেই ভিডিও পোস্ট করা হয়। অভিযোগ, ভগবানগোলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গোলাব শেখের দলবল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাবরের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করে। এমনকি কয়েকদিন থেকে তাকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া হয়।
শুক্রবার সকালে বাড়ির সামনে ব্রাশ করছিলেন পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক বাবর আলী। সে সময় হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতি এসে বাবরকে

নিশানা করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি চালানো হয়। বাড়ির সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বাবর আলী। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে তার ভাই জুবায়ের শেখ।
পরে পরিবারের সদস্যরা বাবরকে উদ্ধার করে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভগবানগোলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ গোলাব শেখ সহ মোট দশজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার।
অভিযুক্ত গোলাব শেখ সহ তার দলবল পলাতক রয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আজমল অ্যাকাডেমীতে স্বাধীনতা দিবস

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে কাশিপুর আজমল অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা তথা জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ূন কবির বলেন কাশিপুর আজমল অ্যাকাডেমির পড়াশোনার মান খুবই উন্নত হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা ইসলামী ভাবধারায় লেখা পড়া করছে। বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে পারছে। এদিনে অ্যাকাডেমির তিনজন ছাত্র স্কুলের ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি হিফজ পড়া শুরু করে। উপস্থিত ছিলেন আতাউর রহমান, হাফেজ সফিউল্লাহ, মাওলানা সোহরাবসহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

কৃষ্টিকথন-এর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন:স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বালুরঘাট নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চে কৃষ্টিকথন সাংস্কৃতিক সংস্থা পক্ষ থেকে ১৫ ই আগস্ট অনবদ্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
সাজসজ্জা থেকে আরম্ভ করে অনুষ্ঠানের প্রতিটি উপস্থাপনাই ছিল অপূর্ব। আনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অধ্যাপিকা ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশিষ্ট লেখক সনাতন পাল এবং ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। নৃত্য গীতি আলেখ্যটি উপস্থাপনাটি ছিল অসাধারণ। আলেখ্যে যখন সঙ্গীত শিল্পীরা গেয়ে উঠেছিল -কালজয়ী সেই সরল লৌকিক ঝুমুর আঙ্গিকের বাউলের সুরে সুরাপিত গীতিকার পীতম্বর দাসের গান- " একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি...." তখন যে কি অনুভূতি হয়েছে, তা প্রকাশ করার মত ভাষা অনেক দর্শক শ্রোতারই হয়তো জানা নেই। সমস্ত দর্শক একদম মুগ্ধ হয়ে পুরো অনুষ্ঠান টি উপভোগ করেছেন । সংস্থার সম্পাদিকা ইন্দ্রনী দত্ত বলেন-" কৃষ্টিকথন সংস্থা আমাদের কাছে সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস। এই স্বাধীনতা দিবস পালনের পেছনে রয়েছে সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম, যা এই অনুষ্ঠান কে সফল করেছে "। পাশাপাশি সংস্থার সভানেত্রী মিনাক্ষী দাস দেব জানান, " অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিল্পীকে এবং উপস্থিত দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। বিগত দিনের মত সকলের সহযোগিতায় আমাদের ভালোবাসার কৃষ্টিকথন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি"। অপূর্ব উপস্থাপনার সাথে সাথে দর্শকের উপস্থিতি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের থেকে যাওয়াটা সংস্থার সকল সদস্যকে উৎসাহিত করেছে। লেখক সনাতন পাল বলেন-" এমন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং এই মহতি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো এবং সম্বর্ধনা দেবার জন্য কৃষ্টিকথন পরিবারের সকল সদস্য/ সদস্যা-কে ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বাধীনতা দিবসে সকলের জন্য দোয়া সাফেরি সিদ্দিকীর

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: পবিত্র স্বাধীনতা উপলক্ষে ফুরফুরা শরীফের পীর জাদা সাফেরি সিদ্দিকী দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন অনেক শহীদের রক্তে রাঙ্গা এই স্বাধীনতা। সেটি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে মহান এই দেশকে সমৃদ্ধ করি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা অঙ্গিকার করি এবং বিশ্বের প্রথম স্থানে ভারতবর্ষকে বিকশিত করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আর বলেন বিশাল এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষে সর্বপ্রথম মুসলমানদের অবদান ছিল গৌরবময়।
তারপর আলেম সমাজ এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। শুধু ১৮৫৭ সালে আলেম সমাজ

সহ লক্ষ লক্ষ মুসলমানরা শহিদ হয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম নেই! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও ইংরেজ শোষনের বিরুদ্ধে মাওলানা দেহলভী রহ, ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও পীর দাদা হুজুরের মতো অনেক মাওলানা সমাজ সংস্কারকদের একাংশ কট্টরপন্থীরা ধ্বংস করে বিকৃত ইতিহাস রচনা করতে মরিয়া।
মহান ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী ও ধর্মীয় গনতান্ত্রিক নিরপেক্ষতাকে মুছে দিতে চাইছে। সমগ্র মুসলমানদের দেশপ্রেমী হিসেবে আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।আমরা আক্রান্ত ও খুন হচ্ছি কেন? দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশই হলো স্বাধীনতার শ্বপথ।
এদিন ফুরফুরা মোজাদ্দেদিয়া ইত্তেহাদিয়া ফাউন্ডেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক সাফেরি সিদ্দিকী রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমগ্র মানবকল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন।

ফুরফুরার স্কুলে স্বাধীনতা দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো হুগলির ফুরফুরা শরীফের আল-আমিন শিক্ষা কেন্দ্রে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতিও ফুরফুরা শরীফ এর ভুমিপুত্র আবু আফজাল জিন্না ও প্রতিষ্ঠানের কর্নধার কবি নাসের আব্বাসী।মিশনের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে এক সুন্দর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। সুচারুভাবে পরিচালনা করেন মিশনের দায়িত্বশিল কর্মি মোল্লা আবিদুররহমান। স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ পান ড.অপূর্বকুমার বিশ্বাস, নজরুল আন্তর্জাতিক পুরস্কার

২০২৪ - মধূসুদন জানা ও শিবশঙ্কর জানা পান। আল আমিন পদক পান আ.বা.মা র সভাপতি আবু আফজাল জিন্নাও মোল্লা আবিদুর রহমান। সারাদিন ছাত্রদের মধ্যে কবিতা, গজল, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা হয় ও প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। অন্যান্য প্রতিযোগিতের সান্ত্বনা পুরষ্কার দেওয়া হয়।

সম্প্রীতির পদযাত্রা লালবাগে

আপনজন: সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে পদযাত্রা করা হল লালবাগে। বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত চন্দ্রহাট মাদ্রাসার প্রায় ৭০০ ছাত্র নিয়ে পদযাত্রা হয় এদিন। সম্প্রীতির পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদ জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বেলুড় মঠের পরমানন্দ মহারাজ, সমাজসেবী জাকির হোসেন প্রমুখ। ছবি: সারিউল ইসলাম

কমলা গার্লসে স্বাধীনতা দিবস

আপনজন: কলকাতার ফার্ন রোডের কমলা চ্যাটার্জি স্কুল ফর গার্লস স্কুলে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস।

জেলায় জেলায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

আলিয়া ইউনিভার্সিটি মেন ক্যাম্পাস (তালতলা ক্যাম্পাস) কলকাতা

বগডহরা প্রাথমিক বিদ্যালয় বগডহরা,বাঁকুড়া

বড়কেলেপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরশুড়া, হুগলি

পুনিশোল উপরডাঙ্গা মুজাদ্দেদীয়া সায়াদাতীয়া আনওয়ারুল উলুম মাদ্রাসা, পুনিশোল, বাঁকুড়া

ফুরফুরা হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)- তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ফুরফুরা, হুগলী

রহমতে আলম মিশন উত্তর ২৪ পরগনা

সম্মিলনী হাই মাদ্রাসা বাদুলাড়া, বাঁকুড়া

বঙ্গ একাডেমী বেড়াচাপা, উত্তর ২৪ পরগনা

আল আকসা মসজিদ দ্বীনিয়াত মুনাজ্জম মক্তবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন মহেশতলা,

দ্য মডার্ন চাইল্ড একাডেমী স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

প্রসাদপুর বারাসত জামে মসজিদ জাঙ্গিপাড়া, হুগলী

জামেয়া উম্মে কুলসুম লিল বানাত কাঁটাদিঘী,বেলুট, বাঁকুড়া।

বকুলতলা জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ক্যানিং ,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ফুরফুরা ফাতেহীয়া খারেজিয়া মাদ্রাসা ফুরফুরা হুগলী

আল্ হেরা মুজাদ্দেদিয়া সিদ্দীকিয়া মাদ্রাসা জীবনতলা দঃ ২৪ পরগণা

মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ বেনা , বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা

বেলপাড়া মনিরিয়া দারুল উলুম জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

কমলা চ্যাটার্জি স্কুল ফর গার্লস ৪/২০, ফার্ন রোড । কলকাতা

স্বরূপনগর ইসলামিয়া পাঠাগার, স্বরূপনগর,উত্তর ২৪ পরগনা

পিফা কয়ালবাড়ী সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া এমএসকে উত্তর ২৪ পরগনা

লালবাঁধ হোসানীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা লালবাঁধ বাঁকুড়া

সুন্দরবন আশরাফুল উলুম আন্ধারিয়া মাদ্রাসা। কুলতালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ইকরা বয়েস একাডেমী মালতিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বালিপুর ন্যাশানাল ইনিস্টিটিউট খানাকুল , হুগলী

মুজাদ্দিয়া হোসেনিয়া খারিজী মাদ্রাসা ও এতিমখানা জেলা মিলকি, হুগলী

হেসেনপাড়া মাদ্রাসা হুগলী

তোড়লপুর জাঙ্গিলপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় জাঙ্গীপাড়া হুগলী

পীর জুলফিকার আলী মেমরীয়াল ইনিস্টিটিউট ফুরফুরা হুগলী

সুহা মোজাদ্দেদিয়া তাহেরীয়া মাদ্রাসা দক্ষিন ২৪ পরগনা

মাদ্রাসা তাজবীদুল কুরআন তাজপুর বড়জোড়া বাঁকুড়া।

রাজপুর মোজাদ্দেদিয়া সিদ্দিকীয়া হাফেজিয়া কোরানিয়া মাদ্রাসায়। তালডাংরা,বাঁকুড়া

আল আরাফ ইন্টারন্যাশানাল স্কুল জেবিপুর হাওড়া

পৃথিবা কুমার গোকুল চন্দ্র মেমোরিয়াল হাই স্কুল(উচ্চমাধ্যমিক), পৃথিবা,হাবড়া

তরনীপুর মা আমিনা মাদ্রাসাতুল বানাত স্বরুপ নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পিঠাপুকুরিয়া ফ্রী প্রাইমারি স্কুল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা,ভাঙড়

ফুরফুরা মোজাদ্দেদীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ফুরফুরা হুগলী

উদনা কাদেরিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ.মাঃ) আরামবাগ, হুগলি।

খাদিজাতুল কুবরা বালিকা এতিমখানা মাদ্রাসা উত্তর ২৪ পরগনা

আন্-নাসর নলেজ পয়েন্ট (গার্লস) নিউ-ফতেপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা

দারুসসালাম সিদ্দিকীয়া রাশিদিয়া হাফিযিয়া মাদ্রাসা (বড়গাববেড়িয়া হাওড়া)

হাজি হাবিল লস্কর হাফিজিয়া ক্বোরআনিয়া মাদ্রাসা। সাঁতরাগাছি,জেলা হাওড়া

মোজাদ্দেদীয়া জুলফিকারীয়া সিদ্দিকীয়া খারেজীয়া শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান নতিবপুর,

মাজিদিয়া একাডেমী সিঙ্গুর হুগলী

আরামবাগ ব্রাইড একাডেমীর আরামবাগ হুগলী

৭৮ ফুট লম্বা জাতীয় পতাকা নিয়ে বনগাঁ শহর পরিক্রমা করলো শ্রমিকরা

বনগাঁ জহিরুদ্দিন জুনিয়র মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বনগাঁ নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে উদযাপিত হলো ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল নেতা উপপ্রধান আব্দুল হাই।

৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আল্লামা রুহুল আমিন (রহ:) ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার হাশিমিয়া ইন্টার ন্যাশনাল একাডেমিতে স্বাধীনতা দিবস

বসিরহাটের কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমীতে পালিত ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস।

ডোমকল মহকুমা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হাফেয গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহঃ প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মেমারি ক্যাম্পাসে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মেমারি জামিয়ার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মুফতি তালেবুল্লাহ্ কাসেমী ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি আধার মানিকে মেধা বিকাশের মিশনে স্বাধীনতা দিবস

মুর্শিদাবাদ সার্কিট হাউসে স্বাধীনতা দিবস

জলঙ্গি বাজার কমিটির উদ্যোগে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা সরুলিয়া মাদ্রাসায় ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস

৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস আরম্ভর পূর্ণভাবেই পালিত হলো ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমিতে

হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা(উঃমাঃ) ইকোপার্ক , নিউটাউন

৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ছবি ও তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছেন আপনজনের সাংবাদিক আব্দুস সামাদ মন্ডল, এম মেহেদি সানি, ওয়ারিশ লস্কর, হাসান বাসির প্রমুখ।

জলঙ্গী ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির উদ্যোগে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস

হাওড়ার বাড়গড়চুমুকে দানবীর অ্যাকাডেমিতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

জলঙ্গি বিডিও অফিসে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

দাওয়াত الدعوة

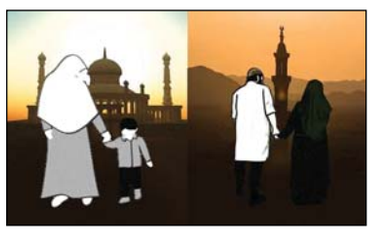

- ইবাদতের পরিচয়
- ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার
- মহানবী (সা.) সামাজিক কাজে যেভাবে অংশগ্রহণ করতেন
- যে পরিমাণ খাবার খাওয়া সুন্নত

আপনজন ■ শনিবার ■ ১৭ আগস্ট, ২০২৪

ইবাদতের পরিচয়

মো: আবদুর রহমান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।' (সূরা জারিয়াত-৫৬) আল্লাহ আরো বলেন- 'তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে (সার্বিক আনুগত্যকে) একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করবে।' (সূরা বাইয়িনাহ-৫) সব নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যাতে (তাদের কাছে সে দাওয়াত দিতে পারে) তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (শয়তান ও আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহ যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে আসীন রয়েছে তাদের ইবাদত বা আনুগত্যকে) বর্জন করো।' (সূরা নাহল-৩৬) পৃথিবীতে মানুষের মূল দায়িত্ব হলো আল্লাহর ইবাদত করা। 'ইবাদত' আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হলো ইবাদত। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার সামনে একনিষ্ঠভাবে বিনয়ী হওয়াকে বুঝায়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন, 'ইবাদতের মূল অর্থ হলো বিনয়।' ইমাম নববী রহ: বলেন, 'ইবাদত হচ্ছে বিনয়ের সাথে আনুগত্য।' (মিরআত-১/৬১ পৃষ্ঠা) মনীষীরা ইবাদতের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ: তার 'আল-উবুদিয়াহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট হন এমন সব প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কাজ ইবাদত শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।' (আল-উবুদিয়াহ, পৃষ্ঠা-২৩) শায়খ বিন বাজ রহ: বলেন, 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত তাঁর আনুগত্য করা।' (মাজমু ফাতাওয়া বিন বাজ-১/৩২৪, ২৭/৫৯) তিনি আরো বলেন, 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর জন্য বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা।' (মাজমু ফাতাওয়া বিন বায-৭/৮৭) মোট কথা, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করাই ইবাদত। আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তদানুযায়ী পার্থিব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, যা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শামিল।

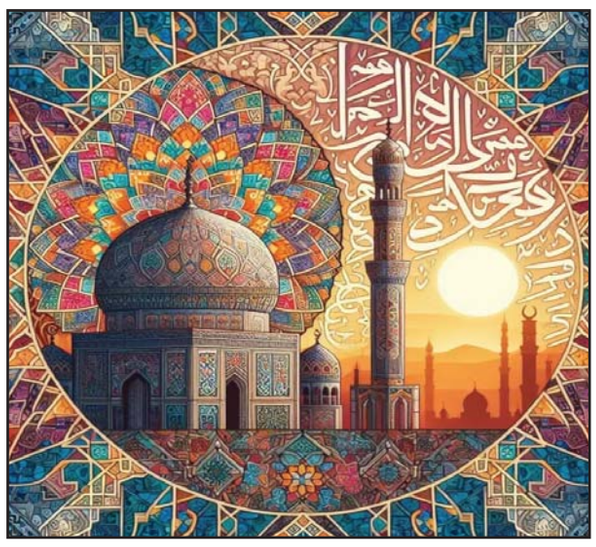

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা প্রতিদান লাভ করতে পারি এবং তাঁর আজাব থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি। মুসলিম মানেই আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য এবং বিশুদ্ধ নিয়ত লালনে আদিষ্ট। এমনকি সাধারণ বৈধ কাজগুলোতেও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করাই কাম্য। তবেই সহজে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য হাসিল হবে। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- '(হে নবী!) আপনি বলুন, 'আমার নামাজ, আমার ইবাদত এবং

আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।' (সূরা আনআম-১৬২) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদস্বরূপ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। কাজেই তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।' (সূরা বাকারাহ : ২১-২২)

মানুষের পরিচয় হলো, মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধির জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আল্লাহর জন্য। এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে কেবল আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি, আর অন্য সব কিছুকে সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। তোমার ওপর আমার যে অধিকার আছে, তা তুমি যেন কখনো ভুলে না যাও। যেসব জিনিস আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি তাতে যেন কখনো এতটা মনোযোগী হয়ে না যাও, যাতে তোমাকে যার জন্য সৃষ্টি করেছি, তার কথা ভুলে যাবে। হে মানুষ! আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি। এটিকে তুমি খেলা মনে করো না। আমি তো তোমার রিজিক এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব তুমি হতাশাগ্রস্ত হবে না। হে মানুষ! তুমি আমাকে পেতে চাইবে, তুমি আমাকে পাবে, যদি তুমি আমাকে পেয়ে যাও তবে তো সব কিছু পেয়ে গেলে। কিছুরই অভাব থাকবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে হারিয়ে ফেলো, তাহলে তুমি হলে সর্বহারা। আমি যেন হই তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়।'

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর বিভিন্ন ইবাদত ফরজ করেছেন। যথা- নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ। এ ছাড়াও ইবাদতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর জিকির করা, দোয়া করা, তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করা, কুরআন তিলাওয়াত, বাবা-মায়ের সেবা, আত্মীয়তা রক্ষা, আমানত আদায় করা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, দান-সদকা করা, রোগীর সেবা করা, ইয়াতিম, মিসকিনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, হালাল উপার্জন ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর যেসব ইবাদত ফরজ করেছেন এবং যেসব হারাম বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা আমাদের ওপর আল্লাহর হকসমূহের কতিপয় হক। কেননা, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো- তাকে সর্বদা স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া, তার আনুগত্য করা, অবাধ্য না হওয়া, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। সন্তান, পরিবার, ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন অপেক্ষা তাকে বেশি ভালোবাসা এবং সবকিছুর ওপর তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়া। আর বান্দা তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে বিনয়ী ও অবনত হবে এবং তার হেদায়েত পেয়ে সর্বাধিক খুশি হবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই সত্তাগতভাবে সব ইবাদতের হকদার।

একজন মুমিন মুসলমান দিনে-রাতে অন্তত পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করে। তা ছাড়া সুন্নত ও নফল নামাজসহ অন্যান্য জিকির-আসকার তো রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' (সূরা আহজাব : ৪১-৪২)

একজন মুসলিমের সারাটি জীবনই ইবাদত। তাকে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা জীবন আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতে হবে। জীবনের একটি মুহূর্তও সে ইবাদতের বাইরে কাটাতে পারবে না। তাকে এক দিকে যেমন আল্লাহর ইবাদতেই সমগ্র জীবন কাটাতে হবে, অন্য দিকে আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না এবং অন্য কারো সামনে মাথানত করা যাবে না। আর তাহলেই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না।' (সূরা আন-নিসা-৩৬)

মুমিন ব্যক্তি সমগ্র জীবনে আল্লাহর ইবাদতে রত না থাকলে অথবা জীবনের কোনো একটু সময়ও অন্যের ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। সুতরাং মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু যেমন করা যাবে না, তেমনি আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিকও করা যাবে না এবং অন্য কারো সামনে মাথানত করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের সময়সীমাও ঘোষণা করেছেন। কখনো এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ নেই; বরং দুনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরকালের সূচনার সময়টুকু পর্যন্ত ইবাদতের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এটিই ইবাদতের শেষ সময়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাসূলের জন্য আমৃত্যু ইবাদত করাকে অপরিহার্য করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো, যে পর্যন্ত তোমার কাছে সুনিশ্চিত ক্ষণ (মৃত্যু) না আসে।' (সূরা হিজর-৯৯)

কাজেই যতদিন সূর্য উদিত হবে, নতুন দিনের সূচনা হবে, ততদিন আল্লাহর ইবাদতের কথা ভোলা যাবে না; বরং বারবার স্মরণ করতে হবে।

যে পরিমাণ খাবার খাওয়া সুন্নত

মাইমুনা আক্তার

সুস্থ-সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুৎসাহ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পানাহার করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

মিকদাম ইবন মাদিকারাব (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না। পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আর বেশি খাবার ছাড়া যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।(তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮৩)

উপরোক্ত হাদিসে পরিমিত খাবারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ অপরিমিত খাবার মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের ৮০ শতাংশ রোগব্যাধি খাবারের কারণেই হয়ে থাকে। অপরিমিত খাবারই মানুষকে দিন দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ল্যানসেটে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনন্দিন যে খাদ্যতালিকা সেটিই ধূমপানের চেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটায় এবং বিশ্বব্যাপী প্রতি পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্য এই ডায়েট বা খাবারই দায়ী।

সুবহানাল্লাহ, এ জন্যই হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অতিরিক্ত আহারে নিরুৎসাহ করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরামও অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ পছন্দ করতেন না বলে হাদিসে পাওয়া যায়। আতিয়্যাহ বিন আমির আল-জুহানি (মাকবুল) থেকে বর্ণিত, আমি সালমান (রা.)-এর কাছে শুনেছি, তাঁকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট যে আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ায় যেসব লোক ভূরিভোজ করে, তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৩৫১)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'কাফির সাত আঁতে আহার করে, অর্থাৎ বেশি পরিমাণ খায়, আর মুমিন এক আঁতে আহার করে অর্থাৎ কম খায়।' (বুখারি, হাদিস : ৫৩৯৩)

তা ছাড়া অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণে শারীরিক ও মানসিক বহু ধরনের রোগের ঝুঁকি রয়েছে। ফলে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাগুলো মেনে চলা গেলে একদিকে যেমন নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ পালনের সওয়াব পাওয়া যাবে, অন্যদিকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুস্থতার নিয়ামত দান করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণকে সহজ করুন।

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ফেরদৌস ফয়সাল

মানুষ একাকী বাস করে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্য দিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এ জন্য প্রতিবেশীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হজরত হাসান (র.) বর্ণনায় আছে, প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, নিজের ঘর থেকে সামনের ৪০টি, পেছনের ৪০টি, ডানপাশের ৪০টি এবং বাঁপাশের ৪০টি ঘরের অধিবাসীই প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসুল (সা.)-কে জিবরাইল (আ.) বারবার তাগিদ দিতেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হতো যে সম্ভবত তিনি প্রতিবেশীকেই উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা গুনাহের কাজ। হজরত সাওবান (রা.) প্রায়ই বলতেন, যে প্রতিবেশী তার কোনো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়; সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

প্রতিবেশী আত্মীয়-অনাত্মীয় কিংবা মুসলমান-অমুসলমান যা-ই হোক না কেন যেকোনো অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।' প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। কেননা এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।

প্রতিবেশী যে ধর্মের হোন না কেন, উত্তম আচরণ পাওয়া তাঁর অধিকার। বাড়িতে ভালো কোনো খাবার রান্না হলে তাতে প্রতিবেশীকে শরিক করা রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রা.)-কে বলেন, হে আবু যর! যখন কোনো তরকারি রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও, আর তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছে দাও।

প্রতিবেশী ইন্তেকাল করলে তার জানাজায় শরিক হওয়া এবং শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা ও খাদ্য দেওয়া কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি—সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় শরিক হওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও হাঁচির জবাব দেওয়া।

কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। হাদিসে আছে, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি রাসুলে করিম (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। ব্যক্তিটি ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি সে কথা নবী করিম (সা.)-কে বললে তিনি বললেন, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। তখন তারা সেই প্রতিবেশীকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! ওর ওপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। এ কথা ওই প্রতিবেশীর কানে গেলে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না।

প্রতিবেশীর মানসম্মানের প্রতি লক্ষ রাখা যেমন জরুরি, তেমনি তাঁদের সম্পদ হেফাজত করাও কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার তাঁর সাহাবিদের ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তা হারাম করেছেন। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি ১০ জন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। এর পর তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির ১০ ঘরের লোকজনের বস্তুসামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাবার না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ইমানদারের পরিচয় হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই মানুষটি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ তার পাশেই প্রতিবেশীটি অভুক্ত অবস্থায় থাকে।

মহানবী (সা.) সামাজিক কাজে যেভাবে অংশগ্রহণ করতেন

ইবরাহিম সুলতান

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও আলোকিত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। আর এই সামাজিক বন্ধনের মূল হলো, ভালো ও সত্কর্মে পারস্পরিক সহযোগিতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সত্কর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো।

পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি (রহ.) লেখেন, 'এখানে সব সৃষ্ট জীবের প্রতি সৎ কাজে সাহায্য করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা একে অপরের সাহায্য করো, আল্লাহ যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে একে অন্যকে উৎসাহিত করো এবং সবাই মিলে সেই আদেশ পালন করো। আর যে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তা থেকে নিজেও বিরত থাকো, অপরকেও বিরত রাখো।'

ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি এ হাদিসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এটাই হলো উত্তম চরিত্রের পরিচয়।

ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এ হাদিসের অর্থ হলো আখিরাতের আমলে ও দুনিয়ার বৈধ কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা। ইবনে উসাইমান (রহ.) বলেন, সব মুসলিম উম্মাহ একটি সম্প্রদায়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এই বিশ্বাস রাখা জরুরি যে সে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে কোনো নির্মীয়মাণ বস্তুর ইটগুলোর মতো জড়িত। যেমন–হিজরতের সফরে নবীজির সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও বন্ধু হিসেবে ছিলেন হজরত আবু বকর (রা.)। আর আলী (রা.) মক্কা থেকে নবীজির রক্ষিত আমানত তাঁর মালিকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এই সহযোগিতার অংশীদার ছিলেন। এমনকি তিনি নবীজির ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকে মুশরিকদের তাঁদের পিছু নেওয়া থেকে অমনোযোগী রেখে নবীজি (সা.)-এর প্রাণ রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ইরকিত (রা.) পথ দেখিয়ে, আসমা ও আয়েশা (রা.) খাবার প্রস্তুত করে দিয়ে, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) চারদিকের খবরাখবর আনতেন এবং কাফিরদের কাছ থেকে তাঁদের ঠিকানা গোপন করার জন্য আমর ইবনে ফুহায়রা (রা.) বকরি চড়িয়ে তার পদচিহ্ন মুছে হিজরতের এই স্মরণীয় ঘটনাকে সফল হতে সাহায্য করেছেন।

এমনকি নবী (সা.)-ও সামাজিক এসব কাজে নিজের শরিক থেকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা। বারা (রা.) বলেন, আহজাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধুলাবালি পড়ার কারণে তাঁর পেটের চামড়া ঢেকে গিয়েছিল। তিনি অধিকতর পশমবিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নবী (সা.)-কে মাটি বহনরত অবস্থায় ইবনু রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতেও শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি হিদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা সালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার শান্তি অবতীর্ণ করুন এবং দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। অবশ্য মক্কাবাসীরাই আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে। তারা ফিতনা বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্ণনাকারী (বারাআ) বলেন, শেষের কথাগুলো তিনি টেনে আবৃত্তি করছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৪১০৬)

তবে ভালো ও সৎ কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে সামাজিক রীতিনীতি পালন করতে গিয়ে যেন পরস্পর পাপের কাজে লিপ্ত না হয়ে যায়। কারণ এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন, 'পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ২)

তাই আসুন পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে দেশ ও সমাজ রক্ষায় একে অপরের সহযোগী হই। তবেই সমাজে শান্তি-ভালোবাসা ও সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের একে অন্যের সহযোগী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ

প্যাকেজ

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার
8240569012

আব্দুল ফারাদ
7003187312

সেখ সাইন রহমান
7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

২০৩৬-এর অলিম্পিক আয়োজন চায় ভারত

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে মাত্রই। ২০২৮ সালে পরের অলিম্পিক হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে। ২০৩২ সালের অলিম্পিকের শহর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন। এর পরের অলিম্পিক, অর্থাৎ ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত। গতকাল রাজধানী দিল্লির লাল কেল্লায় ভারতের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন।

মোদি বলেছেন, ভারত ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু করেছে। এবারের অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দনও জানান মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ আমাদের মধ্যে ভারতের সেই যুবারা উপস্থিত, যাঁরা অলিম্পিকে ভারতের পতাকা ওপরে তুলে ধরেছেন। আমি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাই।' অলিম্পিক আয়োজন প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা, 'আমরা কিছু দিন আগে জি২০ সম্মেলন করেছি। রাষ্ট্র হিসেবে এ ধরনের আয়োজনের সক্ষমতা ভারত বিশ্বের সামনে প্রমাণ করেছে। ভারত এখন স্বপ্ন দেখে ২০৩৬ সালে অলিম্পিক গেমস আয়োজনের। এ ব্যাপারে প্রস্তুতিও শুরু করেছি আমরা।' এ মাসের শুরুতে ভারতের লোকসভায় কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ধবিয়া এ ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে অলিম্পিক আয়োজনের প্রস্তুতি ও ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন।

অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব কোন দেশ বা শহরকে দেওয়া হবে, সেটি ঠিক করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। তাদের আরেকটি অঙ্গ সংস্থা ফিউচার হোস্ট কমিশন (এফএইচসি) আইওসির পক্ষে বিষয়টি নির্ধারণ করে। এবারের অলিম্পিকে ভারত ১টি রুপা ও ৫টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৬টি পদক জিতেছে।

বাংলাদেশ সিরিজে খেলার 'প্রত্যাশা নেই' সরফরাজের

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে খেলার ব্যাপারে কোনো প্রত্যাশা নেই সরফরাজ খানের। তবে সুযোগ এলে প্রস্তুত থাকবেন বলে জানিয়েছেন এ ভারতীয় ব্যাটসম্যান।

ঘরোয়াতে লম্বা সময় টানা পারফর্ম করে যাওয়ার পরও একসময় জাতীয় দলে জায়গা হচ্ছিল না এ ভারতীয় ব্যাটসম্যানের। অবশেষে সর্বশেষ ইংল্যান্ড সিরিজে সুযোগ পান ২৬ বছর বয়সী সরফরাজ। অভিষেকে জোড়া ফিফটির পর সে সিরিজে পান আরও একটি ফিফটির দেখা। অভিষেকের দিকে ফিরে তাকিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সরফরাজ বলেছেন, 'কেউ ক্যারিয়ারের শুরুতেই সুযোগ পেয়ে যায়, কাউকে অপেক্ষা করতে হয়। আমার ক্ষেত্রে বলতে গেলে, এত সময় লাগার কারণে আমি আসলে ভাগ্যবানই ছিলাম। কারণ, আমি ঘরোয়াতে অনেক সময় কাটাতে পেরেছি, যেটি আমাকে আরও ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে গড়ে তুলেছে। অভিষেকে প্রথম তিন বলে স্নায়ুচাপে ভুগছিলাম, তবে এর পর থেকে নিয়ন্ত্রণ ছিল। ঘরোয়াতে যা করতাম, টেস্টেও তা-ই করছিলাম। আমার মনোভাব পরিষ্কার ছিল। আমি প্রতিপক্ষ বা বোলারদের কথা ভাবিনি।'

সিরিজের প্রেক্ষিতে সরফরাজের তিনটি ইনিংসই ভারতের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন পারফরম্যান্সের পরও ভারতের পরের সিরিজে জায়গা নিশ্চিত নয় এ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে না খেলা শ্রেয়াস আইয়ার ও বিরাট কোহলি ফিরবেন, ফলে কাজটি কঠিন হয়ে উঠেছে সরফরাজের। সরফরাজ অবশ্য এখনই এসব কিছু নিয়ে ভাবছেন না। বাকিরা যখন আইপিএলে ব্যস্ত ছিলেন, নিজ গ্রামে গিয়ে বাবার সঙ্গে ফিটনেস নিয়ে কাজ করেছেন। ভোরে উঠে দৌড় শুরু করেছেন, বিকালে করেছেন ব্যাটিং সেশন। দূর থেকে দেখেই নাকি সরফরাজের পরিশ্রমের ফলটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন। সরফরাজ জানিয়েছেন, 'আমি বাংলাদেশ সিরিজের কথা ভাবছি না। তবে আমাকে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে। ম্যাচ খেলা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুম্বাইয়ে বৃষ্টির কারণে এমন অনুশীলনের সুযোগ পাইনি।'

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে চেন্নাই ও কানপুরে দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। আপাতত আগামী মাসের শুরুতে হতে যাওয়া দুলীপ ট্রফিতে কিছু করে দেখাতে চান সরফরাজ। তাতে ৫ বা ৬ নম্বরে জায়গা পাওয়ার দাবিটা জোরালো হতে পারে তাঁর।

তবে সরফরাজ বলছেন, 'আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। কিন্তু সুযোগ এলে আমি প্রস্তুত থাকবে। আমি সব সময় এটিই করে আসছি। সেটা বদলানোর কোনো কারণও দেখছি না।'

খেলা হবে দিবস উদযাপন জলঙ্গীতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সারা রাজ্যর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতেও রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জলঙ্গি ব্লক যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় খেলাহবে দিবস পালন,খেলা হবে দিবস উপলক্ষে জলঙ্গি হাই স্কুল মাঠে চার দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করলেন জলঙ্গি বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,যুগ্ম বিডিও,ব্লক যুব আধিকারিক পবিত্র হালদার,শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ সাবিনা খাতুন,জলঙ্গি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের(দঃ),সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন সহ পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মাধ্যক্ষ গণ যথা জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ উর্মিলা বিবি, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ বাবুলাল মন্ডল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ হালদার, জলঙ্গি ও খয়রামারি পঞ্চায়েতের প্রধান সামিন আহমেদ ও মিঠুন বিশ্বাস।এদিনের খেলায় ট্রফি সহ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় জয়ী দলকে।এদিনের খেলা দেখতে ভিড় করেছিল খেলা প্রেমী মানুষেরা।

করণদিঘীতে স্বাধীনতা দিবসে ফুটবল ম্যাচে বিডিও অফিসের জয়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিপ্লবী ক্লাবের উদ্যোগে বিশাল আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবারের এই আয়োজনে সাইকেল প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, এবং এক সপ্তাহব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল প্রধান আকর্ষণ। সাইকেল প্রতিযোগিতা শেষে করণদিঘী হাই স্কুলের মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পরে, করণদিঘী থানার আইসি এবং বিডিও অফিসের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে করণদিঘী থানাকে পরাজিত করে বিডিও অফিস জয়ী হয়। জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায় বলেন, "বিগত ২০ বছরে এই প্রথম বিডিও অফিস করণদিঘী থানাকে পরাজিত করেছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।" এই আয়োজন এলাকাবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিয়েছে এবং সকলকে একত্রিত করেছে। ক্লাবের সভাপতি তথা করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল জানান, "স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের এই আয়োজন এলাকাবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম, একতা এবং সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এই ধরনের ইভেন্টগুলি শুধু বিনোদন নয়, বরং সমাজের মানুষকে একত্রিত করে এবং আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করে।

করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম জানান করণদিঘী থানার বিপরীতে বিডিও অফিসের জয় আমাদের সকলের জন্য আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতেও আমরা এই ধরনের আরও আয়োজন করার পরিকল্পনা করছি, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

স্বাধীনতা দিবসে পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো সাড়ম্বরে সারাদেশে. কোথাও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা কোথাও বা সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনটিকে পালন করে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থা।

তবে আজ এক অভিনব প্রতিযোগিতা ও তার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রইল বাংলার মানুষ। আজকের যুগে পশুপাখিদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কথা আমরা শুনে থাকি। তেমনি এক অভিনব প্রতিযোগিতা হলো পায়রাদের মধ্যে। যখন ইন্টারনেট ছিল না, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠিন, সেই সময় পায়রা কে কাজে লাগানো হতো পত্র প্রেরক হিসেবে। এক সময় গুপ্তচররা গোপন খবর পায়রার পায়ে চিঠি লিখে পাঠাতো রাজার কাছে। সেনাবাহিনীতেও ব্যবহার হতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রা। সে সময় খবরা-খবর আদান-প্রদানের এক বিশেষ সূত্র ছিল পায়রা।

তবে আজকের ইন্টারনেট ও টেলিফোন এর যুগে সেসবের আর কোন বালাই নেই। সেসব এখন শুধুমাত্র ইতিহাস।

তবে আজকের দিনে সৌখিনতা ও সখ আল্লাদের একটা বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে পায়রা। পায়রা ওড়ানোর নিছক এখন শখ। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোড়া দৌড়, মোরগ লড়াই , ডগ শো এর মত আয়োজন করছে পায়রার উড়ান প্রতিযোগিতা। নির্দিষ্ট সময়ে পায়রা আকাশে উড়িয়ে নির্ধারিত সময়ে আবার তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনার প্রতিযোগিতা চলে সারা বছর। গত তিন মাস ধরে আয়োজিত বিভিন্ন রকম পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল এসি ব্ল্যাক পিজিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে। মূলত এসি ব্ল্যাক পিজিয়ান ক্লাবের সভাপতি আফতাব আলমের উদ্যোগে আয়োজিত এই পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে প্রায় ৩০০ জনের মতো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

ডার্বির মুখে চোটে জর্জরিত ইস্টবেঙ্গল, সামনে কঠিন ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: সঙ্কটের মুখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। পরপর দু'টি কঠিন ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। বুধবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব অলটিন আসারের বিরুদ্ধে হারের পর, রবিবার ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তারা খেলতে চলেছে। তবে এই ম্যাচের আগে লাল-হলুদের সমস্যা চোট-আঘাত। বিশেষ করে রাইট ব্যাকে কাকে কার্লেস কুয়াদ্রাত খেলাবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে সমস্যা। চোট সারিয়ে নিশু কুমার কবে ফিরবেন স্পষ্ট নয়। প্রভাত লাকড়া সবে অনুশীলন শুরু করেছেন দলের সঙ্গে। ১০ মিনিট খেলার মতো ফিট নন তিনি।

হিজাজি মাহের শেষ কয়েকদিন অনুশীলন করেছেন ডান হাঁটুতে স্ট্যাপ বেঁধে। এএফসি কাপের ম্যাচে তিনি পুরো ম্যাচ খেললেও হাঁটুর সমস্যা বোঝা গিয়েছে ভালোই। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের সমস্যা বাড়িয়ে অলটিন ম্যাচের প্রথমার্ধে চোট পেয়েছেন মহম্মদ রাকিপও। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে নামতেই পারেননি তিনি। ফলে পুরো ম্যাচ খেলার মতো কোনও রাইট ব্যাকই নেই কুয়াদ্রাতের হাতে। এই অবস্থায় যাঁরা তাঁকে স্বস্তি দিতে পারতেন, সেই হেক্টর ইউস্তে এবং আনোয়ার আলির ডার্বি খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। হেক্টর তো ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ঠিক কবে আসছেন, সেটাই স্পষ্ট জানে না টিম ম্যানেজমেন্ট। আর আনোয়ার এখনও দলের সঙ্গে অনুশীলনেই নামেননি।

অলটিন ম্যাচের পরদিন, বৃহস্পতিবার হোটেলেই রিকভারি সেশন সারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। সবকিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলনে নামবেন আনোয়ার। তবে মাত্র দু'টো সেশন অনুশীলন করিয়ে তাঁকে ডার্বির মতো ম্যাচে কুয়াদ্রাত আদৌ নামাবেন কি না, তা নিয় প্রশ্ন রয়েছে। তার উপর ম্যাচটা যখন আনোয়ারের সদ্য-প্রাক্তন ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, তখন এই প্রশ্নটা আরও বেশি করে উঠছে। কোচ কুয়াদ্রাত মেনে নিয়েছেন, ইউস্তে-আনোয়াররা চলে এলে দলের রক্ষণ আরও শক্তিশালী হবে। তবে কবে থেকে তাঁদের পুরোপুরি পাওয়া যাবে, তা নিয়ে দিশা দেখাতে পারেননি তিনি।

৩৪ শটের টাইব্রেকারে জয় আয়াক্সের

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবার দুই দলের একজন করে খেলোয়াড় পেনাল্টি শট নিতে যাচ্ছেন। একজন গোল করলে অপরজনও গোল করেন। একজন মিস করলে আরেকজনেরও তাই হয়।

এই করে করে চলল পেনাল্টি শটের 'ম্যারাথন'। টানা ৩৪ শটের এই দীর্ঘ টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত হেসেছে নেদারল্যান্ডসের ক্লাব আয়াক্স। লম্বা সময় লড়াইয়ের দম রেখেও হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে গ্রিসের ক্লাব পানাথিনাইকোসকে। এর মধ্যেই অবশ্য ইউরোপীয় ফুটবলে দীর্ঘ পেনাল্টি শুটের তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়েছে দুই দল। আয়াক্স-পানাথিনাইকোসের ম্যাচটি ছিল ইউরোপা লিগের তৃতীয় কোয়ালিফাইং রাউন্ডের। এখানকার জয়ী দলের জায়গা হয় প্লে-অফে, সেখান থেকে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে। গত সপ্তাহে এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম লেগের খেলায় আয়াক্স জিতেছিল ১-০ ব্যবধানে। তবে কাল রাতে আমস্টারডামে নিজেদের মাঠে একই ব্যবধানে তারা হেরে যায়। দুই লেগ মিলিয়ে ১-১ সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। নিয়মানুযায়ী প্রথমে দুই দলের জন্যই বরাদ্দ ছিল পাঁচটি করে শট। এখানে পানাথিনাইকোস প্রথম শট এবং আয়াক্স পঞ্চম শট মিস করলে সমতা দাঁড়ায় ৪-৪। এরপর শুরু হয় সাডেন ডেথ। একটি করে শট, যে দল এগিয়ে থাকবে তারাই জয়ী।

কিন্তু ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় খেলা জমে ওঠে এখানেই। পানাথিনাইকোসের খেলোয়াড় বল জালে পাঠালে আয়াক্সের খেলোয়াড়ও জালে পাঠান। পানাথিনাইকোস মিস করলে আয়াক্সও মিস করে। এভাবে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম করে টাইব্রেকার গড়ায় ১৭তম রাউন্ড পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পানাথিনাইকোসের টনি ভিলহেনা শট মিস করলেও আয়াক্সের হয়ে বল জালে জড়ান অ্যান্টন গায়েই। প্রায় ২৫ মিনিট স্থায়ী টাইব্রেকার বা পেনাল্টি শুটআউটে আয়াক্স ম্যাচ জেতে ১৩-১২ গোলে। ফুটবলের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অপটা বলছে, ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এটি পেনাল্টি শুটআউটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। এর আগে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ইউরোপা লিগের প্রথম কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মাল্টার ক্লাব জিরা ইউনাইনেড নর্দান আয়ারল্যান্ডের গ্লেনটোরানকে হারিয়েছিল ১৪-১৩ গোলে।

মহামেডান ফ্যান ক্লাবের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আপনজন: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ব্ল্যাকপ্যান্থারস মহামেডান ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ,বর্ণাড্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।। সহযোগিতা করেন মইনুদ্দিন মল্লিকের গোটা টিম। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রদ্ধেয় মাহমুদুল হাসান সাহেব এবং বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী বিশ্বজিৎ জানা মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন ব্ল্যাকপ্যান্থরস মহমেডান ফ্যানস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী মইনুদ্দিন মল্লিক, গৌর পাত্র, আবু তাহের সাহেব,টুটু দা,মোসারাফ খান প্রমুখ।।

খেলোয়াড়দের সহযোগিতার আহ্বান

এম মেহেদী সানি ● চারঘাট

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে খেলা দিবস, ক্লাবগুলোকে সরকারিভাবে ১৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মমতা। খেলা দিবসে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার । শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সরকার যদি গ্রাম-গঞ্জের খেলোয়াড়দের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাদের যদি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে, তাদের যোগ্য করে তোলে, তাহলে তারা ভালো সাফল্য পেতে পারেন এবং অলিম্পিকের মত প্রতিযোগিতাতে দেশের হয়ে পর্যাপ্ত পদক আনতে সমর্থ হবেন ।

রাজ্য বা জাতীয় স্তরে সফল হওয়া খেলোয়াড়দের একাংশ উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে হারিয়ে যাওয়ায় তারা অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠন অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল- এর কনভেনর ইসমাইল সরদার । এজন্য তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান ।

আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে 'খেলা হবে দিবস' পালন

আপনজন: খেলা হবে দিবস উপলক্ষে বারাসাত দু'নম্বর ব্লকের পাকদহ ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো বারো দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

খেলা হবে দিবস মগরাহাটে

ওয়ালিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট মুসলিম এংলো-ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশনের মাঠে খেলা হবে দিবস উদযাপন করা হল ১৬ ই আগস্ট। অংশগ্রহণ করেছিল মগরাহাট বিডিও একাদশ ও মগরাহাট থানা একাদশ। জয়ী হয় মগরাহাট বিডিও একাদশ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা নমিতা সাহা, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন ও বিডিও তুহিন শুভ্র মহান্তি, মগরাহাট থানার ওসি সুমন বগি প্রমুখ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**